



নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 36 ■ Issue 03 ■ July 2020 ৩৬ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই ২০২০



যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম' এর
কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে
সাবমেরিনের বিকাশ
জোরদার হচ্ছে
মেরিটাইম নিরাপত্তা

নৌপ্রধান হলেন
এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

করোনা মোকাবিলায় নৌবাহিনী

ইলিশ উৎপাদনে অনন্য বাংলাদেশ
সাফল্যের অংশীদার নৌবাহিনী

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

শীর্ষ সংবাদ



০৫

যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম' এর কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের জলসীমা সুরক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নৌবহরে সংযোজিত হলো নতুন করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ 'সংগ্রাম'। করোনা পরিস্থিতির কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৮ জুন জাহাজটির কমিশনিং করেন। এ বছরই জাহাজটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে লেবানন গমন করে। লেবাননের ভূমধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। যুদ্ধজাহাজ সংগ্রাম এই টাস্কফোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সমুদ্রসীমা পেরিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

নৌপরিবার পরিক্রমা



৪২

বানৌপক সংঘের নবাগত প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ২৫ জুলাই বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বভার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। বিএন সেন্ট্রাল ওয়ার্ডরুমে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ উপলক্ষে দায়িত্বভার হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাবের আঞ্চলিক চেয়ারম্যানবৃন্দ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।





প্রধান রচনা

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সাবমেরিনের বিকাশ
জোরদার হচ্ছে মেরিটাইম নিরাপত্তা

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

উদ্যাপন ■ ১৪

বছরব্যাপি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের খবরাখবর

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ১৮

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ২৮

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ৩০

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ৩৪

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৮

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪২

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৪৬

বৃহত্তর নৌপরিবারকেন্দ্রিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও আনুষ্ঠানিক চর্চার খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

করোনেলের যুদ্ধ

ব্রিটিশদের একপেশে পরাজয়ের বড় কারণ নিজেদের ভেতরের যোগাযোগ বিভাট। ক্যাডক অপেক্ষায় ছিলেন এইচএমএস ডিফেন্সের জন্য। উনি জানিয়েছিলেন যে দুর্বল শক্তির এইচএমএস ক্যানোপাসকে তার সাথে যুক্ত না করে যেন সত্বর ডিফেন্সকে পাঠানো হয়। আর এডমিরালটি থেকে তাকে জানানো হয়েছিল সেটা হবে না, এই নৌবহর নিয়েই কাজ চালাতে হবে। এডমিরালটি ভেবেছিল ক্যাডক কেবল নজরদারি করবেন এবং প্রয়োজনে খুবই সন্তর্পণে হামলার চিন্তা করবেন। আর অন্যদিকে ক্যাডক বুঝেছিলেন তাঁর যা আছে তাই নিয়ে হামলে পড়তে হবে।



কেবল ক্ষমতার রাজনীতিই ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাবমেরিন প্রতিযোগিতা বাড়তে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বিষয়টা এতটা সরল নয়। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেরই 'হুমকি' বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিস্তৃত প্রথাগত হুমকি থেকে অপ্রথাগত হুমকি যেমন অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, জলদস্যুতা, চোরাচালান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবগুলো বিষয়ই বিবেচনায় থাকছে। এ ছাড়া সমুদ্র বাণিজ্যপথের ওপর এ অঞ্চলের অনেক দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতাও নৌবাহিনীর ক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে। বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাখতে নৌ বহরে সাবমেরিন যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৩

স্বাগত



০৬

নবনিযুক্ত নৌপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ

নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নৌসদরে নৌপ্রধানের কার্যালয়ে গত ২৫ জুলাই কমান্ড হস্তান্তর-গ্রহণ বইতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করেন। তিনি এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি (অব.) এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। অনুষ্ঠানে নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, সকল আঞ্চলিক কমান্ডারগণ, ডকইয়ার্ড/শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং উপস্থিত নৌকর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ রচনা



১৬

ইলিশ উৎপাদনে অনন্য বাংলাদেশ: সাফল্যের অংশীদার নৌবাহিনী

ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত 'অপারেশন জটকা' পরিচালনা করে। বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে এই অপারেশন পরিচালনা করা হয়। এসব অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট নদী এলাকায় নৌবাহিনীর জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন থাকে। এ ছাড়া অপারেশনকে আরও বেগবান করার জন্য নৌবাহিনীর মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) এর মাধ্যমে টহলের ব্যবস্থা করা হয় এবং নৌজাহাজসমূহের সদস্যদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।



উপদেষ্টা

রিয়্যার এডমিরাল এম আবু আশরাফ
বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমডোর মীর এরশাদ আলী, (জি), এনপিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এম ফরিদুজ্জামান, (ট্যাগ), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

এম জালাল উদ্দিন, আরইএ-২
মোঃ সোলায়মান, পিও (রাইটার)
মোঃ পিয়ারুল ইসলাম, এলএসএ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম মশিউর রহমান, বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার রিংকু বড়ুয়া, বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্লিট: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম এ রশীদ, বিএন
কমান্ডার ফোটিলা ওয়েস্ট: লেঃ কমান্ডার বিলকিস আহমেদ, (ই), বিএন
বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ মোঃ সাকির সাঈদী, (এস), বিএন
কমসোয়াডস: সাঃ লেঃ সাজ্জাদ হোসেন শাকিল, (এস), বিএন
কমন্যান্ড: লেঃ শাহানুর তালুকদার মুন্না, (ই), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম আনোয়ার হোসেন, বিএন
বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম: ইঃ লেঃ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এনলাইটেন ভাইবস

বাড়ি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল ঘিরে হচ্ছে বৈশ্বিক সাবমেরিন রাজত্বের পালাবদল

বিংশ শতাব্দির সূচনা থেকেই নৌবাহিনীগুলোর সক্ষমতায় তুরূপের তাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সাবমেরিন। এটি ছোট ছোট নৌবাহিনীর সক্ষমতা যেমন অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি বড় নৌবাহিনীগুলোকে নিয়ে যায় সক্ষমতার শীর্ষে। আজকের দিনে সাবমেরিন নৌবাহিনীর জন্য অন্যতম কাঙ্ক্ষিত এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সব দেশই তাদের নৌবহরে এটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এ অঞ্চলে সাবমেরিন সক্ষমতায় সামনের সারিতে রয়েছে চীন, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং ভারত। পিছিয়ে নেই পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরও। এই দেশগুলোর বহরে রয়েছে উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন সব সাবমেরিন। তবে খুব বেশি আলোচনায় না আসলেও যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির নৌবাহিনীগুলোতেও ঘটে যাচ্ছে সাবমেরিন বিপ্লব। এখানকার সব দেশই সাবমেরিন সক্ষমতা অর্জন বা বাড়াতে জোরদার তৎপরতায় কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সাবমেরিন নির্মাতাদের কাছে এশিয়া ছিল সবসময়ই আকর্ষণীয় রপ্তানি গন্তব্য। গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, অনেক দেশই এখন স্থানীয়ভাবে সাবমেরিন নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে। তাইওয়ান এর অন্যতম উদাহরণ। ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়াও স্থানীয়ভাবে সাবমেরিন নির্মাণের একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আর এর ফলে নিরবেই বৈশ্বিক সাবমেরিন রাজত্বের পালাবদল ঘটে চলেছে।

শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মেরিটাইম ফ্রন্টের গুরুত্ব এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মেরিটাইম নিরাপত্তা নিয়ে সবার দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে যাচ্ছে। প্রথাগত চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি এখন অপ্রথাগত চ্যালেঞ্জ যেমন, অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, জলদস্যুতা, চোরাচালান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবগুলো বিষয়ই বিবেচনায় থাকছে। এ ছাড়া সমুদ্র বাণিজ্যপথের ওপর এ অঞ্চলের অনেক দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতাও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে। এবারের প্রধান রচনায় রয়েছে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সাবমেরিনের বিকাশের হালহকিকত।

একসময় ইলিশ মাছ হারিয়ে যেতে বসেছিল আমাদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকা থেকে। তবে বেশ কয়েক বছর হয় সেই অপ্রতুলতা এখন অতীত। বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব রেকর্ড, অবিশ্বাস্য শোনাতেও সত্য যে, সারা বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৮৬ শতাংশই এখন আমাদের দেশে হয়ে থাকে। অথচ চার বছর আগেও তা ছিল ৬৫ শতাংশ। এর পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের মা ইলিশ রক্ষায় অনন্য মডেল, প্রজনন মৌসুমে বাংলাদেশের নদ-নদী এবং নৌবাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টায় সমুদ্রে মা ইলিশ ও জাটকা আহরণ বন্ধ করে অভয়াশ্রম তৈরি করা। তবে সমুদ্রের মতো বিস্তৃর্ণ এলাকায় শুধু আইন করেই জাটকা ধরা বন্ধ করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সার্বক্ষণিক টহল। আর এখানেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী পালন করছে অভিভাবকের ভূমিকা। দেশের ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০০১ সাল থেকে 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় প্রতি বছর অপারেশন জাটকায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নৌবাহিনীর জাটকা রক্ষা অভিযান নিয়ে রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৮ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে সংযোজিত নতুন করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ ‘সংগ্রাম’ এর কমিশনিং করেন

বাংলাদেশের
জলসীমা সুরক্ষায়
নৌবাহিনীর সক্ষমতা
বৃদ্ধি করতে
নৌবহরে সংযোজিত
হলো নতুন করভেট
ক্লাস যুদ্ধজাহাজ
‘সংগ্রাম’। করোনা
পরিস্থিতির কারণে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
গণভবন থেকে
ভিডিও
কনফারেন্সের
মাধ্যমে ১৮ জুন
জাহাজটির কমিশনিং
করেন। এ বছরই
জাহাজটি জাতিসংঘ
শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে
অংশগ্রহণের লক্ষ্যে
লেবানন গমন করে।

যুদ্ধজাহাজ ‘সংগ্রাম’ এর কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের জলসীমা সুরক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নৌবহরে সংযোজিত হলো নতুন করভেট ক্লাস যুদ্ধজাহাজ ‘সংগ্রাম’। করোনা পরিস্থিতির কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৮ জুন জাহাজটির কমিশনিং করেন। এ বছরই জাহাজটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে লেবানন গমন করে। লেবাননের ভূমধ্যসাগরে মাল্টিনিয়াশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। নতুন এ যুদ্ধজাহাজ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের সমুদ্রসীমা পেরিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এর আগে চট্টগ্রাম নৌজেটিতে নৌবাহিনী প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে জাহাজের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এফ এম আরিফুর রহমান ভূঁইয়া এর হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দেন এবং নৌবাহিনীর রীতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করেন। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধজাহাজটি নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু

করল। কমিশনিং অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত হয়ে উপস্থিত ঊর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সদ্য সংযোজিত নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ ‘সংগ্রাম’ নৌবহরে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “নতুন এ যুদ্ধজাহাজ দেশের জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও আত্মরক্ষা সহ বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগে নৌবাহিনীর অংশগ্রহণসহ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। সদ্য সংযোজিত ৯০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১১ মিটার প্রস্থের এই জাহাজটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে ও ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক ত্রিমাত্রিক ব্যাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, ব্যাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত। এ ছাড়া, জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের সুবিধা রয়েছে। কমিশনিং অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌজেটিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সামরিক ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ২৭ এপ্রিল ২০১৯ জাহাজটি চিনের সাংহাই বন্দর হতে বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। বানৌজা সংগ্রাম ইউনিফিলে শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বানৌজা বিজয়ের বিমোচক হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ২০১০ সাল হতে মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স এর অধীনে সমুদ্র পথে লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে লেবানীজ জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা, জাহাজ ও সন্দেহজনক এয়ারক্রাফট এর উপর নজরদারি, দুর্ধট্টনা কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবানীজ নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

নৌপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নৌসদরে নৌপ্রধানের কার্যালয়ে ২৫ জুলাই কমান্ড হস্তান্তর-গ্রহণ বইতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি (অব.) এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। অনুষ্ঠানে নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, সকল আঞ্চলিক কমান্ডারগণ, ডকইয়ার্ড/শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৬ জুলাই গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে ভাইস এডমিরাল র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন।



নৌসদরে নৌবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবনিযুক্ত নৌপ্রধান



দায়িত্বভার গ্রহণের পর নৌসদরে উর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন নৌবাহিনী প্রধান

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নৌবাহিনী প্রধানকে ভাইস এডমিরাল র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান



পরে নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির এ মহানায়কের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। এরপর তিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো নৌসদর দপ্তরে পৌঁছালে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। তিনি গার্ড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি উর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।



ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান



নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

দায়িত্বভার গ্রহণের পর নৌসদরে উর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাদের সাথে নৌবাহিনী প্রধান

এ সময় নৌসদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, সকল পরিদপ্তরের পরিচালকগণ এবং উর্ধ্বতন সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনী প্রধান ২৭ জুলাই টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থানকালে নৌপ্রধান জাতির পিতার স্থানীয় বাড়ি, জাদুঘর ও লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া তিনি স্থানীয় লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক বই প্রদান করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।





বঙ্গভবনে মহামান্য
রাষ্ট্রপতির সাথে
সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন
নবনিযুক্ত নৌপ্রধান

নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ২৮ জুলাই মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ এ অঞ্চলের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।” রাষ্ট্রপতি বলেন, “সরকার সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক, দক্ষ ও চৌকস বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।” রাষ্ট্রপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, “নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আরও আধুনিক, প্রযুক্তিজননসম্পন্ন শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হবে।” নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান এ সময় দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি নৌবাহিনী প্রধানের সাফল্য কামনা করেন।



দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নবনিযুক্ত নৌপ্রধান

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির
পিতার জাদুঘর ও
লাইব্রেরিতে
‘বঙ্গবন্ধু’ ও
‘মুক্তিযুদ্ধ’ বিষয়ক
বই প্রদান করেন
নৌপ্রধান



জীবনী সংক্ষেপ



এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ সালের ১ ডিসেম্বর এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। তার দীর্ঘ এবং সুপরিচিত ৪০ বছরের কর্মজীবনে তিনি দৃষ্টান্তমূলক সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তার পেশাদারিত্ব, সততা ও একনিষ্ঠতার জন্য তিনি নৌবাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি নৌবাহিনী ফ্রিগেটসহ সকল শ্রেণির জাহাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কমান্ড করেছেন। তাছাড়া, তিনি নৌসদরে সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স), সহকারী

নৌপ্রধান (পার্সোনেল), পরিচালক নৌঅপারেশন্স, পরিচালক নৌগোয়েন্দা, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে পালন করেন। চাকুরি জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের গুণাবলি, সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা, আন্তরিকতা ও সততার ছাপ রেখেছেন।

চাকুরি জীবনে এডমিরাল শাহীন ইকবাল দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও সামরিক কৌশলগত শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি প্রতিটি প্রশিক্ষণে উচ্চতর গ্রেডিং অর্জন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় নৌবাহিনী প্রধান এর নিকট থেকে সর্বোচ্চ প্রশংসাসহ নানা ধরনের সম্মানে ভূষিত হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেভাল স্টাফ কোর্স, মেরিটাইম কম্পোনেন্ট কমান্ডার ফ্ল্যাগ অফিসার কোর্স, ইন্টারন্যাশনাল সারফেস ওয়ারফেয়ার কোর্স, ভারত হতে অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার কোর্স এবং মিরপুর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স ও এনডিসি কোর্সসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন।

এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ অবদান রাখেন। ২০১৩ সালে খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এর দায়িত্ব পালনকালে তিনি বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারক ও বিশ্লেষক দলের সাথে কাজ করেন এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। জাতীয়

নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং মিয়ানমার-টেকনাফ সীমান্তে মাদক ও মানবপাচার রোধে বিশেষ অবদান রাখাসহ জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেন।

২০১৭ সালে বলপূর্বক বাস্তবায়িত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পুনর্বাসনের জন্য ভাসানচর প্রকল্পের বাস্তবায়নে এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রকল্পের পরিকল্পনা, তদারকি ও বাস্তবায়ন কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প সূচনার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে এক লাখ রোহিঙ্গার জন্য একটি প্রত্যন্ত দ্বীপকে বাসযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে তিনি সর্বমহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য চাকুরি জীবনে এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল আন্তর্জাতিক মেরিটাইম পরিমণ্ডলে একাধিকবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ভারত, সৌদিআরব, কুয়েত এবং কাতারসহ বিভিন্ন দেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সামরিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল তার অসামান্য একাডেমিক সাফল্য ও পেশাদারিত্বের জন্য নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদক (এনবিপি) এবং নৌউৎকর্ষ পদকে (এনইউপি) ভূষিত হন।

ব্যক্তি জীবনে এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, তার আদিবাস কুমিল্লায়। তিনি মিসেস মনিরা রওশন আক্তার এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের একমাত্র ছেলে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (আইআরসি) ও জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হিসেবে কর্মরত এবং তার স্ত্রী ইউএনএফপিএ'তে গবেষক হিসেবে কাজ করছেন।

দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জ্বিত এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, সাধারণ জীবনযাপন এবং অসাধারণ নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা নৌবাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস। তার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আরও সমৃদ্ধ হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।



নৌসদস্যদের প্রতি নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধানের দিকনির্দেশনা

দায়িত্বভার গ্রহণের পর নৌপ্রধান প্রথমবারের মতো নৌঅঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করার সময় নৌসদস্যদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর এই দিকনির্দেশনা নৌবাহিনীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে সকল নৌসদস্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাজীবনে সততা ও ন্যায্যপরায়ণতা, কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠা, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা চর্চায় অনুপ্রেরণা যোগায়। একটি আধুনিক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর সদস্য হিসেবে সকল নৌসদস্যকে পেশাগত উৎকর্ষতার শীর্ষে দেখতে চান নবনিযুক্ত নৌপ্রধান। তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তায়ালা অশেষ মেহেরবানিতে এবং আপনাদের দোয়ায় আমি ২৫ জুলাই তারিখে নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমার ওপর এহেন সম্মানজনক এবং একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পিত হওয়ায় সর্বপ্রথমই আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তায়ালা নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। একইসাথে এই গুরুদায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নৌবাহিনী প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া একদিকে যেমন সম্মান ও গৌরবের বিষয়, অপরদিকে তেমনি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমি আমার দায়িত্ব পালনকালে যাতে বর্তমান সরকারের এই আশ্বাস মর্যাদা ও পদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি সেজন্য আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।

নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণের এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। যাঁর উদাত্ত আশ্বাস, অনন্য নেতৃত্ব এবং অসামান্য অবদানে আমরা আজ একটি স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক এবং নৌবাহিনীর গর্বিত সদস্য। আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিশেষ করে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনসহ সেইসব অকুতোভয় বীর নৌসেনাদের কথা, যারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করে আমাদের মাঝে অমর হয়ে রয়েছেন, যাঁদের সীমাহীন দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের নৌবাহিনী আজ যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের সূচনালগ্নে আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পর বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব, সার্বিক নিরাপত্তা এবং সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতায় নৌবাহিনীর ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্র পরিসরের সেই নৌবাহিনীকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আধুনিক নৌবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করেন। সময়ের পথ

পরিক্রমায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনন্য নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি গড়ে তোলেন আজকের আধুনিক, সক্ষম এবং সুদক্ষ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী। আজকের এই শুভক্ষণে একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী উপহার দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একইসাথে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পূর্বসূরি নৌবাহিনী প্রধানগণকে, যারা এমন একটি প্রগতিশীল নৌবাহিনী গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, আন্তরিক ত্যাগ ও অদম্য মনোবলের ফলশ্রুতিতেই আজকের এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে। তবে বর্তমান বিশ্ব, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন পূরণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং স্বনির্ভর সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হওয়ায় আমরা অর্জন করেছি আরও বিশাল সামুদ্রিক এলাকার ভৌগলিক অধিকার। বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চলের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও বর্তমান সরকার গৃহীত ব্লু ইকোনমি প্রকল্প, যার সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, আগামীদিনে নৌবাহিনী পরিচালনা এবং নৌসদস্যদের দায়িত্ব পালন নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে মনে রাখবেন, আমরা বীরের জাতি, জাতির পিতা আমাদেরকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে লড়াইয়ে শিখিয়েছেন। এ ছাড়া, তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের আদর্শ অভিভাবক হিসেবে সবসময়ই আমাদের সাথে আছেন এবং থাকবেন। তিনি নৌবাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সর্বদা আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছেন। আমি আশা করি, আমাদের নৌসদস্যগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ

হয়ে পেশাগত উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে আগামীদিনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

আপনারা এক ঐতিহ্যবাহী নৌবাহিনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। গভীর সমুদ্রে সকলের দৃষ্টির আড়ালে আমাদের পদচারণা। সুতরাং আমাদের পদক্ষেপ হতে হবে নিষ্ঠাক, সুদৃঢ় এবং বলিষ্ঠ যাতে করে নৌবাহিনীর বিরাজমান ভাবমূর্তি ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নৌবাহিনী প্রধানের পদে নিয়োগলাভের এ মহতিক্ষণে আমি আপনাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন নৌসদস্য এবং সর্বোপরি একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের যেসকল গুণাবলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি সেগুলো হলো—সততা, ন্যায্যপরায়ণতা, কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠা, পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা।

সততা ও ন্যায্যপরায়ণতা: প্রথমত, আমাদের সকলকে সততা ও ন্যায্যপরায়ণতার আলোকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনো নৌসদস্যের পেশাগত দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যদি সততা ও ন্যায্যপরায়ণতার অভাব থাকে তার দ্বারা নৌবাহিনী উপকৃত হবে না। তাই আমি



আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে রাষ্ট্র ও নৌবাহিনীর স্বার্থকে মুখ্য বিবেচনা করে আপনারা সততা ও ন্যায্যপরায়ণতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই সততা ও ন্যায্যপরায়ণতার বরখোলাপ বরদাস্ত করা হবে না।

কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠা: আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আশা করব, আপনারা কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠার সাথে সম্মিলিতভাবে নৌবাহিনীর জন্য কাজ করে যাবেন। আপনাদের মূল উদ্দেশ্য হবে নৌবাহিনীর উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করা। দায়িত্ব পালনে আপনারা অবশ্যই নৌবাহিনীর প্রচলিত চেইন অফ কমান্ড অনুসরণ করবেন।

পেশাগত দক্ষতা: বর্তমান প্রযুক্তির যুগে পেশাগত দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে নাবিক জীবনের পূর্বশর্ত। সুতরাং, সর্বোচ্চ পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য আপনাদেরকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থে ক্রয়কৃত বহু মূল্যবান সামরিক সরঞ্জাম, যেগুলো হেফাজত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং, নতুন নতুন সামরিক সরঞ্জাম নৌবাহিনীতে যুক্ত করার পাশাপাশি এগুলোর সক্ষমতা বজায় রাখতে রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিও আমাদের সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

নেতৃত্বদানের ক্ষমতা: নৌবাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের মাঝে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকা আবশ্যিক, যাতে শান্তিকালীন এবং যুদ্ধকালীন যেকোনো পরিস্থিতিতে একে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এ ছাড়া, আমি ব্যক্তিগতভাবে মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের নেতৃত্বদানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করছি। কারণ, নৌবাহিনীর অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজ পরিচালনা ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তারা নিয়োজিত থাকেন। এ ছাড়াও

জেসিও'স পদবির নাবিকদের সকল কর্মকাণ্ডে আরও সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সুতরাং তাদের দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালিত হলে একদিকে যেমন নৌবাহিনীর সক্ষমতাসহ সুনাম বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে নৌবাহিনী পরিচালনায় নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। মনে রাখবেন, আপনাদের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করবে নৌবাহিনীর সার্বিক অগ্রযাত্রা, উন্নতি ও ভাবমূর্তি।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা: সশস্ত্র বাহিনীসহ যেকোনো সফল সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি হলো শৃঙ্খলা। গোটা পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি সুশৃঙ্খল, সে জাতি তত বেশি উন্নত। আমি আশা করব আপনারা সকলে নৌবাহিনীর সাংগঠনিক চেইন অফ কমান্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করে নির্ধারিত দায়িত্ব শৃঙ্খলার সাথে পালনে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

এ ছাড়া, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত ও পেশাগত উৎকর্ষতা সাধন এবং নৌবাহিনীর ভাবমূর্তি সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নৌসদস্যদের আরও যেসকল বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি সেগুলো হলো—প্রশিক্ষণ, একতা, কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি এবং আন্তঃবাহিনী ও অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন।

প্রশিক্ষণ: আপনারা জানেন, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত ও কার্যকর প্রশিক্ষণ। বর্তমান প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে নৌসদস্যদেরকে উন্নতমানের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দেশেও আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবসম্মত করা হয়েছে। বিশেষ করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই আপনারা নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও সুদক্ষ এবং প্রশিক্ষিত নৌসদস্য হিসেবে গড়ে তুলবেন যাতে করে আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা

অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারি।

একতা ও কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি: যত কঠিন কাজই হোক না কেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্পাদন অত্যন্ত সহজসাধ্য। তাই পেশাগত কিংবা জাতীয় যেকোনো চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে একতাবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া, নৌবাহিনী একটি বৃহৎ পরিবারের মতো। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনে রাখবেন, যার যে সম্মান প্রাপ্য তাকে সেই সম্মান প্রদর্শন করলেই নিজে সম্মানিত হবেন। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে সামরিক কর্মক্ষেত্রে যাতে এ মূল্যবোধ সমুন্নত থাকে সেদিকে আপনাদের সকলকে যত্নবান থাকতে হবে। এ মূল্যবোধ ও সম্ভাব শুধু সার্ভিসেই নয়, আপনাদের পারিবারিক জীবনেও বজায় রাখবেন।

আন্তঃবাহিনী ও অসামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: বর্তমানে দেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশে নিজেদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আপনাদেরকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে। নৌসদস্যগণ আন্তঃবাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যেই নৌবাহিনীর ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছেন। আপনাদেরকে এ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং আন্তঃবাহিনী সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ছাড়া, অসামরিক পরিবেশে কর্তব্য পালন এমনকি সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রেও নৌবাহিনীর বিশেষত্ব ও সুনাম আপনারা অক্ষুণ্ণ রাখবেন—এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।



কর্মক্ষেত্রে নৌসদস্যদের বিভিন্ন অসুবিধা ও চাহিদা সম্পর্কে নৌসদর দপ্তর সম্পূর্ণ অবগত আছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সকল সমস্যা সমাধানে আমি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকেই ভালো কাজ এবং কর্মদক্ষতার উপযুক্ত স্বীকৃতি পাবেন। অফিসারদের ক্ষেত্রে এসিআর ও নাবিকদের ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্যায়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সমূহকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে এবং এরই প্রেক্ষিতে বিদেশে কোর্স, জাতিসংঘ মিশন, জাহাজযোগে বিদেশ গমন, পদোন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে। মনে রাখবেন, চেইন অফ কমান্ড যথাযথভাবে অনুসরণ না করে কোনো অনুরোধ বা তদবির করা হলে তা অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ায় আমাদের দেশসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন দারুণভাবে

ব্যাহত হচ্ছে। সংকটময় এই মুহূর্তে আপনারা সকলে ধৈর্য এবং সচেতনতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন এবং সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুস্থ থাকবেন—এ কামনা করছি। এ ছাড়া, ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে নিয়মিত খেলাধুলা, সুস্থ বিনোদন এবং শরীর চর্চার মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখবেন এবং কোনো ভাবেই নিজে অথবা পরিবারের কোন সদস্য যাতে মাদক, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। এ ছাড়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে আপনারা সকলেই অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন এবং সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলবেন। মনে রাখবেন, আপনারা শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকলে একদিকে যেমন আপনারা ব্যক্তিগত জীবনে উপকৃত হবেন, অপরদিকে আপনারা দ্বারা নৌবাহিনীও উপকৃত হবে। বস্তুত আমি আমার দায়িত্বকে একটি জাহাজের কাণ্ডারি হিসেবে বিবেচনা করছি, যার নাবিক হচ্ছেন নৌবাহিনীর সকল সদস্য। মনে রাখবেন, নৌবাহিনী আমার, আপনার এবং আমাদের

সকলের। আসুন আমরা সবাই একযোগে নিবেদিত প্রাণ হয়ে দেশের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। পরিশেষে, পেশাগত এবং পারিবারিক জীবনে আমি আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি। এখানে উল্লেখ করতে চাই, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে আমি পৃথক পৃথকভাবে মতবিনিময় করতে পারছি না। তবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেই আমি অফিসার এবং বিভিন্ন স্তরের নাবিকদের সাথে মতবিনিময় করবো ইনশাআল্লাহ। নৌবাহিনীর বর্তমান প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে আগামী দিনগুলোতে আপনারা সততা, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন—এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের সকল কাজে সহায় হোন, আমীন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে গণভবনে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালকে সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান এডমিরাল র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন

এডমিরাল পদে পদোন্নতি পেলেন নৌপ্রধান এম শাহীন ইকবাল

নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। এ উপলক্ষে ৩ সেপ্টেম্বর সকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত নৌবাহিনী প্রধানকে এডমিরাল র্যাংক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. মাহফুজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এর আগে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি গত ২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

২৪ জুন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশিপম্যান ২০১৭/বি ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২০/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। নৌবাহিনী প্রধান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৭/বি ব্যাচের ৪৪ জন মিডশিপম্যান এবং ২০২০/এ ব্যাচের ২৯ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ সর্বমোট ৭৩ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে ৩ জন মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন। সদ্য কমিশনপ্রাপ্তদের মধ্যে মিডশিপম্যান ২০১৭/বি ব্যাচের মো. আসিফ মেহরাজ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জন করে সেরা চৌকস মিডশিপম্যান হিসেবে ‘সোর্ড অব অনার’ লাভ করেন। এ ছাড়া মিডশিপম্যান আবু সাদাত মো. সায়েম প্রশিক্ষণে ২য় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে ‘নৌপ্রধান স্বর্ণ পদক’ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২০/এ ব্যাচ থেকে অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট আব্দুস সামাদ আশিক শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে ‘বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণ পদক’ লাভ করেন। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে নৌবাহিনী প্রধান তাঁর ভাষণে, দেশ রক্ষার মহান কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করে দেশ সেবার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপ্নটি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য প্রজ্ঞায় বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে পরিচিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আরও বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চলের নিষ্কণ্টক ভৌগোলিক অধিকার। বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক

অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব ও সমুদ্র সম্পদ সুরক্ষা এবং সরকারের ব্লু-ইকোনমি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গুরুত্ব এবং কার্যপরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার, আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ এবং সর্বোপরি দুইটি সাবমেরিন সংযোজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নেও নেওয়া হয়েছে ব্যাপক পদক্ষেপ। এ ছাড়া নৌসদস্যদের পেশাগত মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলা হচ্ছে।” তিনি আশা প্রকাশ করেন, নবীন কর্মকর্তারা নেভাল একাডেমি থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। পেশা হিসেবে দেশ সেবার এ পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নৌপ্রধান নবীন কর্মকর্তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি নবীন কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নৌপ্রধান বলেন, “বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম স্থবির এবং সীমিত আকারে পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তারা যে অদম্য আগ্রহ ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।” তিনি বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ এই প্রাকৃতিক মহামারির মাঝেও একাডেমির যে সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ নবীন কর্মকর্তাদের এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেছেন, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সীমিত সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ দিন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের গৌরবময় অংশগ্রহণের ৩২ বছর পূর্তি এবং বিশ্বের সকল দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, জাতিসংঘের মহাসচিব এবং আবাসিক সমন্বয়কারী পৃথক পৃথক বাণী দেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তিরক্ষার কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য নিঃস্বার্থভাবে ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই সব বীর শহীদদের স্মরণ করেন এবং আহত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, “বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। পেশাদারিত্বের পাশাপাশি অর্পিত দায়িত্বের প্রতি একনিষ্ঠতা বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এই সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রেখেছে।” সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের শান্তিরক্ষী সদস্যরা আগামী দিনগুলোতেও বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার এই ধারা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ যাতে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাড়া দিতে পারেন সেজন্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ আজ সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশসমূহের অন্যতম উল্লেখ করে তিনি বলেন, “জাতিসংঘ মিশন এবং বহুজাতিক বাহিনীতে শান্তিরক্ষীদের অনন্য অবদান বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে এবং এ দেশকে বিশ্বের বৃহৎ একটি মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।” মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা গর্ব ভরে স্মরণ করেন এবং শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশেষ জার্নাল ও বিভিন্ন দৈনিকে বিশেষ ফ্লোডপত্র প্রকাশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে বিশেষ টকশো সম্প্রচারিত হয়। এ ছাড়া শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের কার্যক্রমের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ১৯৮৮ সাল থেকে অংশ নিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারি মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর
রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী
বছরব্যাপী যথাযোগ্য
মর্যাদার সাথে
উদ্যাপনের অংশ
হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের
নির্দেশনা অনুযায়ী
সারা দেশে এক
কোটি ফলদ, বনজ
ও ঔষধি গাছ
রোপণের উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়েছে।
এ উপলক্ষে
নৌবাহিনীর উদ্যোগে
'বঙ্গবন্ধু স্মারক
বিশেষ বৃক্ষরোপণ
অভিযান-২০২০'
সম্পন্ন হয়েছে।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নৌবাহিনীর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান একটি গাছের চারা রোপণ করেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী বছরব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্যাপনের অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে এক কোটি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষে নৌবাহিনীর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক' বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০' সম্পন্ন হয়েছে। বৃক্ষরোপণ অভিযান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'সবুজ বৃক্ষ-নির্মল পরিবেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নৌবাহিনী প্রধান ৩০ জুন বনানীর নৌসদর প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, ঢাকা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় নৌবাহিনীর

সকল নৌঅঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফলদ, ভেষজ, কাঠ ও ছায়া প্রদানকারী বিভিন্ন গাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনের পর

নৌবাহিনী প্রধান বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নৌসদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০' উদ্বোধন করেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা

জানান। এছাড়া তিনি উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি করে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে একযোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটি, বানৌজা মোংলা, বানৌজা শের-ই-বাংলা, নৌঘাঁটি সোলাম, বানৌজা উপশম ও বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, নাবিক কলোনি এবং বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিকল্পিত এলাকায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বইপড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্ম নিয়ে বইপড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘাঁটি/জাহাজসমূহের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণার্থী ও নাবিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুইজ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্ব-স্ব জাহাজ/ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় বইপড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্ব-স্ব এরিয়া কমান্ডার এবং অধিনায়কগণ উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এতিম শিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২১ সালের সারা বছরব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে নৌবাহিনী সারা দেশে এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার ব্যবস্থাপনায় খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, নড়াইল, বরগুনা ও বিনাইদহ জেলার ৩৬টি মাদ্রাসার ৮০০ জন ছেলে ও ৮০০ জন মেয়ে শিশুর মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ করা হয়। এই পোশাকের মধ্যে ছেলে শিশুদের জন্য ছিল পাঞ্জাবী-পায়জামা ও টুপি এবং মেয়ে শিশুদের জন্য ছিল সেলোয়ার, কামিজ ও হিজাব।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বছরব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্ম নিয়ে বইপড়া ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘাঁটি/জাহাজসমূহের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণার্থী ও নাবিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

অবসরে গেলেন এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী

অবসরে গেলেন এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এর কাছে ২৫ জুলাই দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তিনি। মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যগণ ভিডিও টেলিকনফারেন্স (ভিটিসি) এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় জানান। ২০১৯ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং নৌপ্রধান হওয়ার আগে তিনি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।



ভিটিসি এর মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর বইতে সাক্ষর করছেন বিদায়ী নৌবাহিনী প্রধান



বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক অপারেশন জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান পরিচালনার সময় অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়

ইলিশ উৎপাদনে অনন্য বাংলাদেশ সাফল্যের অংশীদার নৌবাহিনী

মাছে-ভাতে বাঙালির রসনায় ইলিশের ঐহিত্য আবহমান। আর সেই ইলিশই কিনা একসময় হারিয়ে যেতে বসেছিল আমাদের দৈনন্দিন খাবারের তালিকা থেকে! তবে বেশ কয়েক বছর হয় সেই অপ্রতুলতা এখন অতীত। বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব রেকর্ড, অবিস্বাস্য শোনাতেও সত্য যে, সারা বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৮৬ শতাংশই এখন আমাদের দেশে হয়ে থাকে। অথচ চার বছর আগেও তা ছিল ৬৫ শতাংশ। এর পিছনে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের মা ইলিশ রক্ষায় অনন্য মডেল, প্রজনন মৌসুমে বাংলাদেশের নদ-নদী এবং সমুদ্রে মা ইলিশ ও জাটকা আহরণ বন্ধ করে অভয়াশ্রম তৈরি করা। তবে সমুদ্রের মতো বিস্তৃর্ণ এলাকায় শুধু আইন করেই জাটকা ধরা বন্ধ করা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সার্বক্ষণিক টহল। আর

এখানেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী পালন করছে অভিভাবকের ভূমিকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিগত ২০০১ সাল হতে 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় প্রতি বছর মা ইলিশ ও জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযানে অংশগ্রহণ করে থাকে। সাধারণত অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময় ইলিশের প্রজনন মৌসুম এবং এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ইলিশের বড় হওয়ার সময়। এই সময়টাকেই ইলিশ ধরায় বিনিবিশেষ আরোপ করা হয়। এ বছর ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ জাটকা রক্ষা অভিযানে নিয়োজিত ছিল। বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, চাঁদপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করে এই অপারেশন পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে

বরিশালের মল্লিকপুর, লালখারাবাদ, হিজলা, ভাসানচর, পাতারহাট, শ্রীপুর, চরমোনাই, কালীগঞ্জ, লাহারহাট ও মেহেন্দিগঞ্জ, পটুয়াখালীর গলাচিপা, রাস্তাবালী, পটুয়া, চালিতাবুনিয়া, পানপট্টা, নিজামপুর, কালিকাপুর, বাশনা, বাতয়াতলী, পায়রা বন্দর ও চর কাজল এলাকা, চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর মোহনা, ধলিকা বাজার এবং বরগুনা জেলার তালতলী, নিশানবাড়িয়া ও বাহাদুরপুর অঞ্চলের নদী এলাকায় নৌবাহিনীর জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন থাকে। এ ছাড়া অপারেশনকে আরও বেগবান করার জন্য এ নৌবাহিনীর মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) এর মাধ্যমে টহলের ব্যবস্থা করা এবং নৌজাহাজসমূহের সদস্যদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। নৌবাহিনীর জাহাজের নিজস্ব বোট এবং স্থানীয়ভাবে ভাড়া করা বোটের মাধ্যমে বিভিন্ন খাল, নালা ও নদীতে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হয়।



বিভিন্ন নদ-নদীতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাটকা আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

কার্যক্রম যথা-লিফলেট ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ, ব্যানার স্থাপন ও মাইকিং করা হয়। চলতি মৌসুমে নৌঅঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন নদ-নদীতে নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ জাটকা অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে ৭ কোটি ১ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫০ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ৬৯৭ কেজি জাটকা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জাল ও জাটকার আনুমানিক মূল্য ১৯৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত টাকা। আটককৃত জাল পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। আটককৃত জাটকা সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় মাদ্রাসায় দুধ ও

এতিমদের মাঝে বিতরণ করা হয়। নৌবাহিনী পরিচালিত এসব অভিযান ইলিশ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নৌসদস্যদের চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান সফল ও ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বাজারে ইলিশের সহজলভ্যতা বজায় থাকছে। এভাবেই দেশের বিশাল সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশের মৎস্য সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে নৌবাহিনী নিরবচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের খাদ্যসংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠা ইলিশের স্বাদ।

পাশাপাশি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ার ক্রাফটের মাধ্যমে আগে থেকেই সমুদ্রে অবৈধ জাল ও নৌকার অবস্থান নির্ণয় করে পরবর্তীতে জাহাজ ও নৌকার মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধ ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মোতায়েন করা জাহাজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নৌবাহিনীর নিজস্ব বোট এবং স্থানীয়ভাবে ভাড়া করা বোট জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানোসহ নৌসদস্যরা স্যানিটাইজার, মাস্ক, গ্লাভস ও বিশেষ নিরাপত্তা চশমা ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এসব অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিজস্ব তহবিল ও নৌ সদস্যদের দেওয়া অনুদান থেকে এ অভিযান পরিচালনার সময় একাধিকবার প্রায় ৫০০ স্থানীয় দুধ, অসহায় ও হতদরিদ্র জেলে পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও ইফতার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় জেলে ও সাধারণ জনগণকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক

নৌবাহিনীর আটককৃত অবৈধ জাল ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌবাহিনীর উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়





করোনা মোকাবিলায় সমুদ্র ও উপকূলীয় জেলে পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে নৌবাহিনী

করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সারা বিশ্ব আজ করোনা ভাইরাস নামক মহামারিতে আক্রান্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বৈশ্বিক মহামারি মোকাবিলাকে যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের ৬টি জেলার ১৯টি উপজেলা জুড়ে সরকারের এসব দিকনির্দেশনা, ত্রাণ এবং সাহায্য দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা। এর ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকাসহ দরিদ্রতর এলাকাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে নৌবাহিনী।

সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় জেলেদের মাঝে নৌবাহিনী জাহাজের সহায়তা

দেশের গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় অসহায় জেলে পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ। জাহাজের নৌসদস্যরা হতদরিদ্র জেলে পরিবারগুলোকে খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি তাদের

পরিবারের সদস্যদের জীবাণুনাশক সাবান ও মাস্ক বিতরণসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কমান্ডার বিএন ফ্লিটের অধিনস্থ জাহাজ-বানোজা বঙ্গবন্ধু, নির্মূল, নির্ভয়, সুরমা, ধানসিড়ি, অপরাজেয়, প্রত্যয়, অতন্দ্র সেন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, ভাসাণচর সংলগ্ন এলাকার জেলেদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। এ সকল জাহাজসমূহ গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় টহল প্রদানের পাশাপাশি উজ্জ্বল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া নৌকা ও ট্রলারগুলোকে মাইকিং করে সতর্ক করে। এছাড়া টেকনাফ, সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার চরাঞ্চলে নৌসদস্যরা স্থানীয় অসহায় ও দুস্থ জেলে পরিবারগুলোর মাঝে সহায়তা প্রদান করে। কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার অধিনস্থ জাহাজ-বানোজা ওমর ফারুক, আবু উবাইদাহ এবং তিস্তা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট এলাকায় এবং কমান্ডার ফ্লোটিলিা ওয়েস্টের অধিনস্থ জাহাজ-বানোজা ধলেশ্বরী, গোমতি, কপোতাক্ষ, তুরাগ ও নিশান পটুয়াখালী জেলার পায়রা পোর্ট, দেবপুর, ধানখালী, পশুরবুনিয়া,

লতারচর, জিয়ারচর, পাটুয়া, কোড়ালিয়া, চালতাবুনিয়া, লালুয়া, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা, আগুনমুখ, পানপাতি, বোয়ালিয়া, মরিচাবুনিয়া, বড়বাইশদিয়া, কোরালিয়া, মধুপাড়া, টাঙ্গিবাড়িয়া, গাজিরখাল ও তৎসংলগ্ন এলাকায়, বানোজা পদ্মা, তিস্তা ও কর্ণফুলী বরিশাল সদরের ডিসির ঘাঁট, ভাসানচর, মেহেন্দিগঞ্জ, পাতারহাট, লেঙ্গলিয়া, বেলতলা, বিআইডব্লিউটিএ

লক্ষ্মীঘাট, রামনারচর, হিজলা, বাবুগঞ্জ, কালিগঞ্জ, চরবাড়িয়া, হিজলা, শ্রীপুর, বুখাইনগর, চরমোনাই ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং এলসিটি-১০৫ চাঁদপুর এলাকায় অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা, মাস্কসহ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করে। অন্যদিকে মোংলা নৌকন্টিনেন্ট দাকোপ উপজেলার বাজুয়া ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে নৌবাহিনী





প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলসমূহে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গরীব, দুস্থ ও অসহায়দের খাদ্য সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বানোঁজা শেখ মুজিবের ত্রাণ বিতরণ

এপ্রিল ও মে মাসের বিভিন্ন সময়ে বানোঁজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে খিলক্ষেত, কুড়িল, লেকসিটি, বরুড়া এবং পার্শ্ববর্তী অসামরিক এলাকায় গরীব, দুস্থ এবং অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ফায়ার ট্রাকের মাধ্যমে জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়। এ সময় নৌবাহিনী জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করে এবং ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার জন্য স্থানীয় জনগণকে পরামর্শ প্রদান করে।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বানোঁজা ঈসা খানের ত্রাণ বিতরণ

শ্রমজীবী কর্মহীন মানুষের খাদ্যের চাহিদা সংকুলান করতে বানোঁজা ঈসা খান ঘাঁটির অতিরিক্ত মজুদ হতে এবং নৌসদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের দানকৃত নগদ অর্থ ও রসদ সামগ্রী ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে হাসপাতাল গেইট, নাবিক কলোনি গেইট, বন্দরটিলা, মাইলের মাথা, সল্টগোলা ক্রসিং, টাইগারপাস, সিমেন্ট ক্রসিং, ভাটিয়ারি, কর্ণফুলী ইপিজেড, স্টিলমিল বাজার, কাঠগড়, গোব্ধেন বিচ মোড় প্রভৃতি এলাকায় অবস্থানরত হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়।

খুলনার বিভিন্ন এলাকায় বানোঁজা তিতুমীরের ত্রাণ বিতরণ

বানোঁজা তিতুমীরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে রূপসা, লবনচরা, পুটিয়াঘাট, সাতক্ষীরা এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আলু, আটা, তেল, লবন, চিনি, জীবানুনাশক সাবান, করোনাভাইরাসের লিফলেট ও মাস্ক প্রদান করা হয়। এছাড়া শহরের বিভিন্ন রাস্তায় স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবানুনাশক পানি ও ঔষধ ছিটানো হয়।

মোংলার বিভিন্ন এলাকায় বানোঁজা মংলার ত্রাণ বিতরণ

বানোঁজা মংলার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে দিগরাজ, পুরির চর, চুলকাটি,

বাজুয়া, ফয়লা এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের গরীব, অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাস্তায় স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবানুনাশক পানি ও ঔষধ ছিটানো হয়।

পটুয়াখালীর প্রত্যন্ত এলাকায় বানোঁজা শের-ই-বাংলার ত্রাণ বিতরণ

৭ এপ্রিল অধিনায়ক ও প্রকল্প পরিচালক বানোঁজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার উত্তর লালুয়া এলাকার অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া ১৬ জুন বানোঁজা শের-ই-বাংলা প্রকল্পে কর্মরত নিম্ন আয়ের নির্মাণ শ্রমিকদের মাঝে এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার উত্তর লালুয়া, গোলবুনিয়া ও বানাতিপাড়া এলাকার অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে।

কাপ্তাইয়ের দুর্গম এলাকায় বানোঁজা শহীদ মোয়াজ্জমের ত্রাণ বিতরণ

বানোঁজা শহীদ মোয়াজ্জমের উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই রাঙ্গামাটি জেলায় নিম্ন আয়ের পরিবার ও এলাকাসমূহে আশ্রিত ২,১০০ জন এবং ২৮ জুলাই জীবতলী ও মগবান উইনিয়নে ১০০০ জন মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ করোনা ভাইরাসের লিফলেট প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই বাজার, বাঙ্গালীপাড়া, বড়ইছড়ি, কেপিএম, কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ, হেডম্যান পাড়া এবং পাহাড়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের পরিবার এবং

আশ্রিত মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী, করোনাভাইরাসের লিফলেট ও মাস্ক প্রদান করা হয়। উপরন্তু কাপ্তাই, বড়ইছড়ি, পিডিবি এবং লকগেইট এলাকায় ফায়ার ট্রাকসহ ১৮টি স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবানুনাশক পানি ও ঔষধ ছিটানো হয়।

সন্দিপ এবং হাতিয়ায় ঈদের কাপড় ও খাদ্য সহায়তা প্রদানে নৌবাহিনী

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি দেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী অসহায়, দরিদ্র ও কর্মহীন পরিবারের মাঝে ঈদের কাপড় ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সন্দিপ, হাতিয়াসহ উপকূলীয় এসব এলাকায় নিয়োজিত নৌবাহিনী কন্টিনেন্টের সদস্যরা হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের হাতে জামা, পাঞ্জাবিসহ বিভিন্ন ঈদের পোশাক তুলে দেন। সন্দিপ ও হাতিয়ায় নিয়োজিত নৌকন্টিনেন্ট স্থানীয় চরাঞ্চলের প্রায় ৪০০ অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদের পোশাক এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। অন্যদিকে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত ১১০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী মোংলা কন্টিনেন্ট উপজেলার চিলা ইউনিয়নের স্থানীয় গরীব, দুস্থ ও কর্মহীন পরিবারের মাঝে বিতরণ করে।

দ্বীপাঞ্চলের দুর্গত অসহায় জেলেনের স্বর্ণির্ভর হতে সহায়তা করছে নৌবাহিনী

বাংলাদেশ নৌবাহিনী উপকূলীয় এলাকার অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষকে স্বর্ণির্ভর

করোনা মোকাবিলায় উপকূলীয় হতদরিদ্র মানুষদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে নৌবাহিনী





করোনা মোকাবিলায় অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে নৌবাহিনী

করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ডোলা সদর, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমুদ্দিন, মনপুরা, বোরহানউদ্দিন ও চরফ্যাশন উপজেলায় এবং হাতিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, টেকনাফ ও সন্দ্বীপের অসহায় জেলে ও দরিদ্রদের মাঝে নৌকা, জাল, ছাগল ও সেলাই মেশিন বিতরণ করে।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

টুঙ্গিপাড়ার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মা ও শিশু হাসপাতালে জীবাণুনাশক চেম্বার স্ট্রেপ মেশিন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই), মাস্ক, স্যানিটাইজার, নিরাপত্তা চশমা, থার্মোমিটারসহ বিভিন্ন জীবাণুনাশক সামগ্রী প্রদান করেছে নৌবাহিনী। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে নিরাপত্তা ও জীবাণুনাশক সামগ্রী প্রদান করা হয়। ৭ জুলাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট এসকল সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।

জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণসহ সংসদ সচিবালয়ে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য নৌবাহিনীর

পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ৮ জুলাই এ সকল সামগ্রী (মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, বিশেষ নিরাপত্তা চশমা, পিপিই, থার্মোমিটার, হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী) প্রদান করা হয়। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, চিফ হুইপ, হুইপবৃন্দ, সংসদ সদস্যসহ সংসদ সচিবালয়ে কর্মরত সকল ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে নৌবাহিনীর নিজস্ব তহবিল থেকে ২,৮০০ পিস

মাস্ক, ১,৩০০ সেট হ্যান্ড গ্লাভস, ১২০ পিস ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোশাক (পিপিই), বিশেষ নিরাপত্তা চশমা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেস শিল্ড, আইআর থার্মোমিটারসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করে।

বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান

নৌবাহিনীর পক্ষ হতে দেশব্যাপী বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও মাঠে করোনা যোদ্ধাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য মেডিকেল সামগ্রী (পিপিই গগলস্, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, অটোমেটিক সু ডিসপেন্সার, স্পর্শবিহীন থার্মোমিটার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার) ও জীবাণুনাশক সরঞ্জাম হস্তান্তর করা হয়।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ত্রাণ বিতরণ

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খুলনা নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মরত ২১ জন স্বল্প আয়ের কর্মচারীর মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে নিয়োজিত নৌবাহিনী কন্টিনেন্টসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নৌবাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় এলাকাগুলোতে নিয়মিত জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটানো, প্রত্যন্ত এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় অসহায়, গরীব ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা, টহল ও তত্ত্বাবধীকরণসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া নৌবাহিনী রাজধানী ঢাকাসহ চট্টগ্রাম ও খুলনার সমুদ্র ও উপকূলীয় জেলাগুলোতে নৌকন্টিনেন্ট মোতায়েনের মাধ্যমে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করছে। আত্মমানবতায় ও দুস্থ মানুষের সেবায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ ধরনের পদক্ষেপ বরাবরের মতো ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। আপদকালীন সময়ে নৌবাহিনীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট দৃষ্টান্ত তৈরি এবং স্থানীয়দের মাঝে বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

দ্বীপাঞ্চলের অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষকে স্বর্ণির্ভর করে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





বানোজা অপরাজেয় সমুদ্র টহলে নিয়োজিত থাকাকালীন অবৈধ কাঠের বোট আটক করে

অবৈধ জাল ও বোট আটক

৮ জুন বানোজা অপরাজেয় সমুদ্র টহলে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে ১৪ জন জেলসহ ৩টি কাঠের বোট আটক করে, যার আনুমানিক মূল্য ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়া ১৮ এপ্রিল এবং ২৬ ও ৩০ জুন বানোজা শাপলা সমুদ্র টহলে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে অভিযান চালিয়ে ৬৫ জন জেলসহ ১৪টি নৌকা জব্দ করে। এ সময় ১ লাখ ৯১ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত জাল পরবর্তীতে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং আটককৃত ব্যক্তিদের বোটসহ পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ঘূর্ণিঝড় ‘আফ্রান’ পরবর্তী উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা

ঘূর্ণিঝড় ‘আফ্রান’ পরবর্তী জরুরি উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তাসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনস্তরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা নৌঅঞ্চলে নৌবাহিনীর ২৫টি জাহাজ সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় দ্রুততম সময়ে জরুরি উদ্ধার, ত্রাণ এবং চিকিৎসা

সহায়তা প্রদান করে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় অনুসন্ধান কাজের জন্য নৌবাহিনীর দুটি মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট এবং দুটি হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়। সেই সাথে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা,

পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় দুর্গত এলাকাগুলোতে মোতায়েনের জন্য নৌকন্টিনজেন্ট প্রস্তুত রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সমুদ্র ও উপকূলীয় উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য প্রথমে নৌবাহিনীর দুটি মেরিটাইম প্যাট্রল

এয়ারক্রাফট ও দুটি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নৌবাহিনী জাহাজসমূহ উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ সহায়তা কার্য পরিচালনা করে। প্রাথমিকভাবে এ উদ্ধার কাজের জন্য

ঘূর্ণিঝড় আফ্রান পরবর্তী উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় নৌসদস্যগণ





গভীর সমুদ্র থেকে ২৭৭ জন বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিককে উদ্ধার করে বানৌজা সমুদ্র অভিযান

বানৌজা সমুদ্রজয় ও সমুদ্র অভিযান কক্সবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায়, বানৌজা গোমতি মোংলা ও তৎসংলগ্ন সাগর তীরবর্তী এলাকায় নিয়োজিত ছিল। অন্যদিকে বানৌজা সুরভি চট্টগ্রামের বহিনোন্ডর থেকে মহেশখালী এলাকায়, বানৌজা বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, প্রত্যয়, সংগ্রাম ও প্রত্যাশা বহিনোন্ডর থেকে চট্টগ্রামের পোতাশ্রয় এলাকায়, বানৌজা দুর্জয়, নির্মূল ও শাপলা চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায়, বানৌজা অতন্দ্র সন্দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায়, বানৌজা অপরাজেয় হাতিয়া এলাকায় নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়া রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে

কাক্তাই নৌঘাঁটি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম থেকে বোট নিয়োজিত ছিল। উপকূলীয় জেলা ভোলা, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মপুরে নৌবাহিনীর এলসিইউ-১ এবং এলসিইউ-২, বরিশাল ও আশেপাশের এলাকায় বানৌজা হাতিয়া, সন্দ্বীপ, শাহপরাণ এবং শাহ মখদুম, বরগুনা, বরিশাল, সাতক্ষীরা ও বালকাঠির অভ্যন্তরীণ রুটে নৌবাহিনীর এলসিটি-১০৪ ও এলসিটি-১০৫ এবং কর্ণফুলী চ্যানেলে বানৌজা খাদেম নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনায় দুর্গত এলাকাগুলোতে জরুরি চিকিৎসা সহায়তার জন্য বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। যারা

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, স্যালাইন ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে খুলনা নৌঅঞ্চলের দুইটি জাহাজ সাতক্ষীরা ও দুবলার চর এলাকায় নিয়োজিত ছিল। সেইসাথে ৫ সদস্যের একটি মেডিকেল টিমসহ ২৪ জন নৌসদস্যের একটি টিম দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সাতক্ষীরায় উদ্ধারকার্য পরিচালনা করে। এ ছাড়া বরিশাল, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে টহলরত তিনটি জাহাজকে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী প্রাথমিক রেসপন্স জাহাজ হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়। ঝড়ের তীব্রতা ও আঘাতের প্রকোপ পর্যবেক্ষণের পর নৌবাহিনীর আরও পাঁচটি জাহাজ বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে।

বানৌজা সমুদ্র অভিযান এর বোট উদ্ধার

নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সমুদ্র অভিযান ৭ মে গভীর সমুদ্র থেকে ২৭৭ জন বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকসহ জলযান উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা, ৯৩ জন পুরুষ ও ২৭ শিশু ছিল। উদ্ধারকৃতদের পরবর্তীতে নৌবাহিনীর অন্যান্য জাহাজের সহায়তায় ভাসাণচরে স্থানান্তর করা হয়।

উদ্ধার অভিযানে নৌবাহিনীর ডুবুরি দল

মুন্সিগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা এমভি মর্নিং বার্ড নামের একটি লঞ্চ ২৯ জুন সদরঘাটের ফরাশগঞ্জ এলাকায় ময়ূর-২ লঞ্চের ধাক্কায় অর্ধশতাধিক যাত্রীসহ ডুবে যায়। সংবাদ পেয়ে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটি থেকে নৌবাহিনীর একটি ডুবুরি দল দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় নৌবাহিনীর ডুবুরি দল, বিআইডব্লিউটিএ, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস, নৌপুলিশ এর সাথে সমন্বিত অভিযান চালিয়ে ৩৩ জনের মরদেহ উদ্ধার করে।

নৌঘাঁটি সোলাম কর্তৃক ঈদ উপহার বিতরণ

নৌঘাঁটি সোলাম কর্তৃক লবণচরা থানার মাথাভাঙ্গা এলাকায় দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে সোলাম এর প্রধান ফটকের সামনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার পক্ষ থেকে ৫০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে প্রতিদিন হতদরিদ্রদের মাঝে মাথাভাঙ্গা, পুটিমারী, গল্পামারী, রূপসা ও জিরোপয়েন্ট এলাকায় ইফতার বিতরণ করা হয়।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী





ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত হোম পোর্ট ফিট বেজ ওয়েস্টে বার্থিং করছে এইচএমএস ফার্নকম্ব। ২০৩০ সালের দিকে অ্যাটাক-ক্রাস সাবমেরিন কমিশনিংয়ে বিলম্ব হলে এই কলিঙ্গ-ক্রাস সাবমেরিনের লাইফ এক্সটেনশন প্রোগ্রাম প্রয়োজন হতে পারে

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে সাবমেরিনের বিকাশ জোরদার হচ্ছে মেরিটাইম নিরাপত্তা

সামরিক শক্তি সুসংহত কিংবা এলিট ক্লাবের মর্যাদা-যে কারণেই হোক গত এক দশক ধরে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌবাহিনীর বহুরে সাবমেরিন যুক্ত করার হিড়িক পড়েছে। মজবুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মেরিটাইম ফ্রন্টের গুরুত্ব দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব বেশ আগ্রহভরেই অনুধাবনে নিয়েছে। এ কারণে তাদের মনোযোগ কেড়েছে নৌসক্ষমতার বহুমাত্রিকতা। সেই সঙ্গে বিস্তৃত এ অঞ্চলের বিভিন্ন উপঅঞ্চলে মেরিটাইম নিরাপত্তার প্রশ্নটি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত সক্ষমতা হিসেবে বহুরে সাবমেরিন যোগ করার আকাঙ্ক্ষাও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ এক্ষেত্রে চীনের পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভির (পিএলএ নেভি) আকার ও সক্ষমতাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছেন। কারণ জাপানসহ এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ তাদের বাহিনীকে চীনের সমকক্ষ করে তুলতে আধুনিকায়নের পথে হাঁটছে। এর সঙ্গে আছে 'আমরাও পারি' মনোভাব। প্রতিবেশী দেশগুলো কী করছে তার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব কৌশল নির্ধারণ যেমন চলছে, তেমনি বেড়ে চলা আঞ্চলিক অনিশ্চয়তাও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ভূমিকা রাখছে। আবার মর্যাদার প্রশ্নেও অনেক দেশ সাবমেরিন ক্লাবে যুক্ত হয়েছে। আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার চূড়ান্ত প্রদর্শন হিসেবে বহুরে সাবমেরিন থাকা অনেক দেশের কাছে সম্মান রক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে কেবল সক্ষমতার রাজনীতিই ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাবমেরিন প্রতিযোগিতা বাড়াতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বিষয়টা এতটা সরলও নয়। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেরই 'হুমকি' বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিস্তৃত প্রথাগত হুমকি থেকে অপ্রথাগত হুমকি যেমন অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, জলদস্যুতা, চোরচালান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবগুলো বিষয়ই বিবেচনায় থাকছে। এ ছাড়া সমুদ্র বাণিজ্যপথের ওপর এ অঞ্চলের অনেক দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতাও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে ভূমিকা রেখেছে। বাণিজ্যপথ নিরাপদ রাখতে বহুরে সাবমেরিন যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাবমেরিন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটা মূলত চারটি দেশ ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে-চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। আর সেই আবর্তনের ঢেউ লাগছে প্রতিবেশী দেশগুলোয়।

সাবমেরিন দৌড়ে পিছিয়ে নেই কেউই

মার্কিন নৌবাহিনীর সমকক্ষ হিসেবে নিজেদের বাহিনীকে গড়ে তুলতে চীন তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশটির নৌবাহিনী পিএলএ নেভি পরবর্তী প্রজন্মের পারমাণবিক শক্তিশালিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (এসএসবিএন), পারমাণবিক শক্তিশালিত অ্যাটাক (এসএসএন) ও প্রথাগত ডিজেল-ইলেকট্রিক শক্তিশালিত (এসএসকে) সাবমেরিন উন্নয়নের পথে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্যাং-ক্রাসের নতুন ধরনের ০৯৬ এসএসবিএন। দেশটির বহুরে বিদ্যমান ০৯৪ জিন-ক্রাসের চেয়ে ট্যাং-ক্রাসের সাবমেরিন আকারে আরও বড় ও সক্ষমতাসম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জিন-ক্রাসের সাবমেরিনই দেশটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময়ই পারমাণবিক হামলার সক্ষম করে তুলছে। বর্তমানে অন্তত চারটি এ ক্লাসের সাবমেরিন দেশটির নৌবহরে যুক্ত রয়েছে।

পিএলএ নেভির ০৯৩ টাইপের ছয়টি শ্যাং-ক্রাসের এসএসএনের সঙ্গে নতুন করে আরও যুক্ত হচ্ছে ০৯৫ টাইপের সুই-ক্রাসের পাঁচটি এসএসএন। ধারণা করা হচ্ছে, ০৯৫ টাইপের সাবমেরিনগুলো ০৯৩ টাইপের তুলনায় আরও বেশি আক্রমণাত্মক হবে। এগুলোয় যুক্ত থাকছে ভিএলএস (ভার্টিক্যাল লঞ্চ সিস্টেম) এবং এসএলসিএম (সাবমেরিন-লঞ্চড ক্রুজ মিসাইল) যুক্ত করার পর্যাণ্ড জায়গা। আক্রমণ সক্ষমতার দিক থেকে এগুলো মার্কিন নৌবাহিনীর সমকক্ষ হবে, তবে সোনার, কমব্যাট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং লো নয়েজ তথা নিঃশব্দে বিচরণের দিক দিয়ে হয়ত এগুলো পিছিয়ে থাকতে পারে।

এদিকে এসএসকে বহুরে যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন ০৩৯এ/০৪১ টাইপের ইউয়ান-ক্রাস। এগুলো শব্দ কমাতে অর্থাৎ নয়েজ রিডাকশনে আগের ০৩৯ টাইপের সং-ক্রাস এবং ০৩৫ টাইপের মিং-ক্রাসের তুলনায় এগিয়ে থাকবে। ইউয়ান-ক্রাসের সাবমেরিনগুলোয় থাকবে



২০১৭ সালে উদ্বোধন এবং ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে কমিশনিং করা হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় কালভরি-ক্লাস ডিজেল ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন আইএনএস খাভেরি

এয়ার-ইনডিপেনডেন্ট প্রপালশন, তবে প্রযুক্তি কতটা আধুনিক তা এখনও অস্পষ্ট। রাশিয়া থেকে আমদানিকৃত কিলো-ক্লাসের এসএসকে থেকে নেওয়া ধারণা এবং ডুয়েল-ইউজ প্রযুক্তিতে প্রবেশের কারণে নতুন এসএসকে মডেল প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেশ উন্নত ও সক্ষমতাসম্পন্ন হবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। ইউয়ান-ক্লাসের সাবমেরিনগুলো নতুন ভেরিয়েন্ট বা বৈকল্পিক রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ০৯৩বি/সি টাইপ, যা আকার ও আকৃতিতে পশ্চিমা ও জাপানি ডিজাইনের কাছাকাছি। বিশেষ করে জাপানের ওইয়াশিয়ো-ক্লাস।

চীনা নৌবাহিনীর সাবমেরিন বহর বিস্তৃতির বিপরীতে নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছে জাপানের মেরিটাইম সেন্স-ডিফেন্স ফোর্স (জেএমএসডিএফ)। দেশটি তাদের এসএসকের সংখ্যা ১৬-১৮ থেকে ২২টিতে উন্নীত করতে যাচ্ছে। এ উদ্যোগে জাপান তাদের বহরে থাকা পুরনো ওইয়াশিয়ো-ক্লাসের সাবমেরিনগুলো সরিয়ু-ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ক্লাসের সাবমেরিনগুলো নির্মাণ করছে মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রি এবং কাওয়াসাকি হেভি ইন্ডাস্ট্রি শিপইয়ার্ড। ২০০৫ সালে এ ক্লাসের সাবমেরিন নির্মাণ শুরু হয় এবং গতবছর সর্বশেষ বোট ১০, সরিয়ু (এসএস ৫১০) বহরে যুক্ত হয়েছে। দেশটি মোট ১৪টি এসএসকে নির্মাণ করবে এবং বাদবাকি সাবমেরিনগুলোয় (এসএস ৫১১-৫১৪) লেড অ্যাসিডের পরিবর্তে থাকবে লি-আয়ন ব্যাটারি। সংখ্যা পিএলএ নেভির কাছাকাছি পৌঁছতে না পারলেও জেএমএসডিএফ আশা করছে প্রযুক্তিগত দিক বিশেষ করে কোয়াইটিং, অ্যাকুইস্টিক সেন্সর সক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতার বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বির চেয়ে এগিয়ে থাকবে।

এদিকে প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়াও কেএসএস সাবমেরিন কর্মসূচি ঘিরে তিনটি ভেরিয়েন্ট নির্মাণে তাদের নিজস্ব সক্ষমতা উন্নয়নে এগিয়ে চলছে। কেএসএস-ওয়ান চ্যাং বোগো-ক্লাসে ব্যবহার করা হয়েছে জার্মান জাহাজনির্মাতা টিসেনক্রপ মেরিন

সিস্টেমসের টাইপ ২০৯/১৪০০ ডিজাইন। কেএসএস-টু সন-ওন-টু-ক্লাস টাইপ ২১৪ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্লাসের সর্বশেষ সাবমেরিনটি চলতি বছর কমিশন করা হবে। তবে জ্যাংবোগো-ক্লাসের এসএসকেতে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয় জাহাজনির্মাতা দেইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিজাইন। চ্যাংবোগো-ক্লাসের সাবমেরিনগুলো কেএসএস-থ্রির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হবে। প্রথম ব্যাচের তিনটি সাবমেরিনের নির্মাণকাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি আগামী বছরে এবং দ্বিতীয়টি ২০২২ সালে বহরে কমিশন করা হবে। দ্বিতীয় ব্যাচের নির্মাণকাজও চলতি বছরের মধ্যে শুরুর কথা রয়েছে, যেগুলো আকারে হবে কিছুটা বড়।

ইন্দো-প্যাসিফিকের একবারে প্রান্তে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া তাদের সি ১০০০ অ্যাটাক-ক্লাস ফিউচার সাবমেরিন কর্মসূচির অধীনে বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভি (আরএন) ওই কর্মসূচির অধীনে ১২টি নতুন এসএসকে সংগ্রহ, লোকবল নিয়োগ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। ২০১৬ সালে দেশটি ফরাসি জাহাজনির্মাতা নেভাল গ্রুপের শটফিন বারাকুডা ওয়ান-এ ডিজাইন নির্বাচন করে। আর গত বছর সেই হয় কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় অস্ট্রেলিয়া ও নেভাল গ্রুপের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকবে আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত। আর এ অংশীদারিত্বের অধীনে ডিজাইন, নির্মাণ এবং ২০৫৪ সালের মধ্যে সাবমেরিন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকছে।

সি ১০০০ কর্মসূচি দেশটিকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় সর্বোত্তম প্রযুক্তির সাবমেরিন নির্মাণ ইয়ার্ড গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। নেভাল গ্রুপের তথ্যানুযায়ী, ডিজাইন চুক্তির অধীনে অ্যাডিলেডের উপকণ্ঠে ওজবোর্ন নর্থ নেভাল শিপইয়ার্ডে অ্যাটাক ক্লাস এসএসকে নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, ডেভিকেটেড সাবমেরিন কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের ডিজাইন ও নির্মাণে কমনওয়েলথ-ওনড অস্ট্রেলিয়ান নেভাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে সহায়তা অব্যাহত রাখা। এ ছাড়া

প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ওই ইয়ার্ডে প্রতিস্থাপনে সহায়তাও ওই চুক্তির অন্তর্গত।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্য বড় সাবমেরিন নির্মাতা ও পরিচালনাকারী দেশ হচ্ছে ভারত। দেশটি নিজস্ব এসএসবিএন, এসএসএন ও এসএসকে নির্মাণের চেষ্টা করছে। দেশটির নৌবাহিনীর বহরে প্রথম এসএসবিএন হচ্ছে আইএনএস আরিহন্ত। বিশাখাপত্তনমে নেভি শিপবিল্ডিং সেন্টার নির্মিত ওই সাবমেরিনটি বহরে কমিশনড হয় ২০১৬ সালে, যদিও কর্মসূচিটি হাতে নেওয়া হয়েছিল গত শতকের শেষ দশকে। আরিহাত নামের দ্বিতীয় সাবমেরিনটির উদ্বোধন হয় ২০১৭ সালে। তবে কবে এ সাবমেরিনটি সরবরাহ বা কমিশন করা হবে সে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয়। এ ছাড়া আরও দুটি সাবমেরিন নির্মাণের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে দেশটি। ভবিষ্যতে দেশটি নির্মিত নতুন ক্লাসের ছয়টি সাবমেরিন নির্মাণে বিশাখাপত্তনমকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে দেশটির নৌবাহিনীতে ২৪টি নতুন এসএসকে যুক্ত করার কাজটি চলমান রয়েছে। অবশ্য কালভরি-ক্লাস কর্মসূচির অধীনে (প্রজেক্ট ৭৫) ফ্রান্সের নেভাল গ্রুপের স্করপেন ডিজাইনে মাজাগন ডকস লিমিটেডে (এমডিএল) নির্মিত ছয়টি নতুন সাবমেরিনের সরবরাহ নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। নেভাল গ্রুপ জানাচ্ছে, ছয়টির মধ্যে চারটির নির্মাণকাজ হয়েছে এমডিএলে। এর মধ্যে প্রথমটি আইএনএস কালভরির কমিশনিং শেষে ২০১৭ থেকে বহরে যুক্ত রয়েছে। আর দ্বিতীয়টির পরীক্ষামূলক অভিযান ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে। দ্বিতীয় সাবমেরিনটির কমিশনিং শেষ হলে বাকিগুলোর সরবরাহ ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ভারত অবশ্য প্রজেক্ট ৭৫(১)-এর অধীনে আরও ছয়টি এসএসকে সংগ্রহে কাজ শুরু করেছে। দেশটির প্রত্যাশিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কারিগরিভাবে আরও উন্নত সাবমেরিন সরবরাহ নেভাল গ্রুপ এরই মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। স্করপেন ক্লাসের পরবর্তী প্রজন্মের এ সাবমেরিনগুলোর ডিজাইনও নতুনভাবে করা হয়েছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন কর্মসূচির পাল্টা জবাব হিসেবে প্রতিবেশী পাকিস্তানও নিজস্ব এসএসকে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দেশটি চীন থেকে এস২৬ কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পিএলএ নেভির টাইপ ০৩৯বি'র এক্সপোর্ট ভেরিয়েন্ট হচ্ছে এস২৬। দেশটি তাদের পুরনো একজোড়া হাশমত-ক্লাসের অ্যাগস্টা ৭০এ এবং তিনটি অ্যাগস্টা ৯০বি এসএসকে আটটি নতুন সাবমেরিনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। পুরনো এসএসকেগুলো ফ্রান্সনির্মিত। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনের সাবমেরিনগুলো আক্রমণ বা অভিযান সক্ষমতায় বেশ পারদর্শী, বিশেষ করে এসএলসিএমের আদলে ভূমিতে আক্রমণের ক্ষেত্রে। ফ্রান্সনির্মিত বিদ্যমান বহর বেশ পুরনো এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণও আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয়। এ অবস্থায় চীননির্মিত সাবমেরিনের ঠিকানা হতে যাচ্ছে পাকিস্তানের নৌবাহিনী। তারপরও দেশটি অ্যাগস্টা ৯০বি এসএসকেগুলো তুরস্কের জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠান এসটিএম থেকে হালনাগাদের জন্য ৩৫ কোটি ডলারের একটি চুক্তি সই করেছে।

সাবমেরিন সংগ্রহে বাংলাদেশকে সহযোগিতা দিচ্ছে

চীন। ২০১৬ সালে চীন থেকে বাংলাদেশ দুটি পুরনো ৩৫বি মিং-ক্রাসের সাবমেরিন কিনেছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, সাবমেরিন কেনার ফলে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিস্তৃত সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তায় ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা অর্জন করেছে।

এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ও চীনের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। এ অঞ্চলের দেশ থাইল্যান্ড এস২৬টি এসএসকে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রয়্যাল থাই নেভি এক্ষেত্রে তিনটি সাবমেরিনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। সাবমেরিন সক্ষমতা উন্নয়নে তারাও যে বেশ মনোযোগী এ সিদ্ধান্তে তা বেশ স্পষ্ট। তবে এক্ষেত্রে সাবমেরিন সংগ্রহ ব্যয়ও যথেষ্ট প্রভাবক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা বা দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজাইনসংবলিত সাবমেরিন কিনতে চাইলে থাইল্যান্ড যে টাকায় তিনটি এস২৬টি এসএসকে কিনতে যাচ্ছে, সে টাকায় হয়ত একটি মিলত। তাও আবার পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সংযুক্ত বা বিক্রয়-পরবর্তী সেবা ওই টাকায় নাও মিলতে পারত।

দ্বীপরাষ্ট্র ফিলিপাইন তাদের হরাইজন টু কর্মসূচির অধীনে সাবমেরিন কিনতে যাচ্ছে। তবে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও বাজেটও সীমিত। দেশটির পক্ষ থেকে তথ্যের অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাশিয়া তাতে সাড়া দিতে পারে। তবে অন্য কোনো বিদেশি সাবমেরিন নির্মাতা বাজেট বিবেচনা করে নাও আগ্রহী হতে পারে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সাবমেরিন সংগ্রহের আগে ফিলিপাইনের অ্যান্টি-সাবমেরিন ফ্রিগেট ও হেলিকপ্টার বিষয়ে অভিজ্ঞতা আরও ভারী করা প্রয়োজন।

ইন্দোনেশিয়াও তাদের বিদ্যমান এসএসকে বহর সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছে। তাদের বহরে বর্তমানে দুটি টাইপ ২০৯ কাকরা-ক্রাস এসএসকে রয়েছে, যা ছয়ে উন্নীত করতে আগ্রহী তারা। দেশটি ডিএসএমই নির্মিত নাগাপাসা-ক্রাসের দুটি নতুন টাইপ ২০৯/১৪০০ এসএসকে কিনেছে। নিজস্ব উদ্যোগে পিটি প্যালো

তৃতীয় আরেকটি নির্মাণের সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যাচে আরও তিনটি সাবমেরিন পিটি প্যালো নির্মাণের চুক্তি সই করেছে। তবে স্থানীয় এ শিপইয়ার্ডটি ডিএসএমই থেকে যথেষ্ট মাড়ায় কারিগরি সহায়তা পেতে যাচ্ছে।

পার্স্ববর্তী মালয়েশিয়ার বহরে ২০০৯ থেকে ফ্রান্সনির্মিত দুটি স্করপেন সাবমেরিন রয়েছে। তবে সংখ্যাটি দ্বিগুণে উন্নীত করতে আগ্রহী তারা। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে বাজেট স্বল্পতা। বিদ্যমান বহর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণই দেশটির জন্য বেশ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে সিঙ্গাপুরের বহরে টিকেএমএস থেকে চারটি নতুন ইনভিনসিবল-ক্রাসের (টাইপ ২১৮এসজি) এসএসকে যুক্ত হতে যাচ্ছে। রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর নেভিতে যুক্ত রয়েছে গত শতকের যাটের দশকের চ্যালেঞ্জার-ক্রাসের দুটি সাবমেরিন। এ ছাড়া আছে অ্যান্ডার-ক্রাসের দুটি সাবমেরিন। পুরনো এ সাবমেরিনগুলো এর আগে রয়্যাল সুইডিশ নেভির বহরে যুক্ত ছিল, যা যথাক্রমে ২০১১ ও ২০১৩ সালে সিঙ্গাপুরের নৌবহরে যুক্ত হয়। নতুন চারটি এসএসকের মধ্যে প্রথমটি ইনভিনসিবল ২০২১ সালে বহরে যুক্ত হবে, আর ইমপেক্বেবল নামের দ্বিতীয়টি পরের বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে। ইলাস্ট্রিয়াস ও ইনিমিটেবল নামের তৃতীয় ও চতুর্থটির কমিশনিং হতে পারে ২০২৪ সালে।

সাবমেরিন সংগ্রহ পিছিয়ে নেই ভিয়েতনামও। দেশটি রাশিয়া থেকে কিলো-ক্রাসের ছয়টি এসএসকে কিনেছে। এদিকে কার্যকর একটি বহর তৈরিতে তারা যে খুবই আগ্রহী সেটা দেশটির এ পদক্ষেপই বলে দিচ্ছে। সক্ষমতায় বেশ উন্নত এ সাবমেরিনগুলো সংগ্রহের মধ্যে থেমে নেই দেশটি। আবশ্যিক অবকাঠামো নির্মাণেও বিনিয়োগ করছে তারা। এর মধ্যে রয়েছে একটি বড় আকারের অন-শোর প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

এদিকে তাইওয়ান ইনডিজেনাসলি ডিফেন্স সাবমেরিন (আইডিএস) কর্মসূচির অধীনে আটটি সাবমেরিন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সহযোগিতায় সাবমেরিন নির্মাণের একটি ইয়ার্ডের নির্মাণকাজও শেষ করে ফেলেছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তি থাকলেও তাইওয়ান বিদেশ থেকে সাবমেরিন না কিনে স্থানীয়ভাবে নির্মাণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে সঠিক এক পদক্ষেপ। কারণ চীনা চাপের কারণে অনেক দেশই তাইওয়ানের কাছে সাবমেরিন বিক্রি করতে নাও চাইতে পারে। দেশটির বহরে বর্তমানে যুক্ত রয়েছে দুটি চিয়েন লুং-ক্রাসের এসএসকে।

মনোযোগ এখন অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারে

ইন্দো-প্যাসিফিকে সাবমেরিন এখন 'ফ্লোভার অব দ্য মোমেন্ট'। সামরিক শক্তি প্রদর্শন বা মেরিটাইম নিরাপত্তা-সবক্ষেত্রেই সাবমেরিনকেই সবচেয়ে কাক্ষিত 'সক্ষমতা' বলে স্বীকার করে নিয়েছে দেশগুলো। ফলে এ অঞ্চলে এখন সংখ্যায় এবং উচ্চপ্রযুক্তি-সংবলিত সাবমেরিনের ছড়াছড়ি। সাবমেরিনের আধিক্যজনিত এ পরিস্থিতি আবার দেশগুলোকে অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার (এএসডব্লিউ) সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নজর দিতে বাধ্য করেছে। তবে সত্যিকার অর্থে নৌবাহিনীর ত্রিমাত্রিক এএসডব্লিউ সক্ষমতা (সাব-সারফেস, সারফেস ও এয়ার) বৃদ্ধির ক্ষমতা এ অঞ্চলের গুটিকয়েক দেশেরই রয়েছে।

আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে যে কয়েকটি দেশের ত্রিমাত্রিক এ সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ভারত। দেশটি এর পার্শ্ববর্তী জলসীমায় চীনা আধিপত্য নিয়ে বেশ উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ছে। এ কারণে সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, করভেট এবং মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট সংগ্রহে এখন অতি

মনোযোগী তারা। গত এক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে ৭ শতাংশের ওপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশটিকে প্রতিরক্ষায় আরও বেশি ব্যয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। সক্ষমতা নতুন পর্যায়ে উন্নীত করতে ভারতের নৌবাহিনী প্রজেক্ট ১৫বি-এর অধীনে 'কলকাতা' ক্লাস গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয় বেশ আগেই। পরবর্তী প্রজন্মের ডেস্ট্রয়ার নির্মাণে ২০১১ সালে তারা মাজাগন ডক লিমিটেডের (এমডিএল) সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ ক্লাসের প্রথমটি আইএনএস বিশাখাপত্তনম ২০১৫ সালে, দ্বিতীয় ডেস্ট্রয়ার আইএনএস মরমুগাঁও ২০১৬ সালে এবং তৃতীয়টি আইএনএস ইক্ষলের উদ্বোধন হয় ২০১৯ সালে। আগামী বছর চতুর্থ ডেস্ট্রয়ার আইএনএস পোরবন্দর উদ্বোধনের কথা রয়েছে। এগুলোয় যুক্ত হবে স্থানীয়ভাবে নির্মিত ৫৩৩ মিলিমিটারের টর্পেডো লঞ্চার এবং আরবিইউ-৬০০০ অ্যান্টি-সাবমেরিন রকেট লঞ্চার। তবে এখানেই থেমে নেই দেশটি। আরও চারটি 'ক্রিভাক থ্রি' ক্লাস

২০২০ সালে এশিয়ার সাবমেরিন ফ্লিট

তাইওয়ানের নেভি-জেনারেশন সাবমেরিন
(এশিয়ার ইনডিজেনাস সাবমেরিন প্রোগ্রাম সমৃদ্ধ
দেশগুলোর মধ্যে তাইওয়ান অন্যতম)





সাবমেরিন বহরের আকার বৃদ্ধি করছে জাপান এবং এখনও সারইয়ু-ক্লাস (১৬৫৫) জাহাজ ডেলভারি নিচ্ছে

ফ্রিগেট সংগ্রহে ভারত গত বছর রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে। বর্তমানে নৌবাহিনীর বহরে এ ক্লাসের ছয়টি ফ্রিগেট যুক্ত রয়েছে। নতুন ফ্রিগেটে দুটি টুইন টর্পেডো লঞ্চার থাকবে। এ ছাড়া চলতি দশকের মধ্যেই সাতটি নতুন স্টিলথ ফ্রিগেট (প্রজেক্ট ১৭এ) তাদের নৌবাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে চারটি নির্মাণ করবে এমডিএল এবং বাকি তিনটি গার্ডেন রিচ শিপবিন্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)। এদিকে আটটি নতুন এসডব্লিউ শ্যালা ওয়াটার ক্রাফট নির্মাণে জিআরএসইকে গত বছর নির্বাচন করা হয়। নতুন এ ক্রাফটগুলো উপকূলবর্তী এলাকায় জলের অতলে নজরদারির পাশাপাশি বিমানবহরের সঙ্গে এসডব্লিউ অভিযান সমন্বয়ে কাজ করবে। এ ছাড়া উপকূলবর্তী সাব-সাবফেসে যেকোনো লক্ষ্যবস্তুতে এ ক্রাফটগুলো আঘাতও হানতে পারবে। এগুলো ছাড়াও ভারতীয় নৌবাহিনী খুব শিগগিরই ছয়টি কালভারি-ক্লাসের ডিজেল-ইলেকট্রিক অ্যাটাক সাবমেরিন হাতে পেতে যাচ্ছে। নেভাল গ্রুপের স্করপেন সাবমেরিনের ডিজাইনের ভিত্তিতে এগুলো নির্মাণ করছে এমডিএল।

অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারে আকাশ সক্ষমতায় এখনও বেশ পিছিয়ে ভারত। সেদিকটি পুষিয়ে নিতে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালে এসডব্লিউ সক্ষমতাসংবলিত ১২৩টি নেভাল মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার এবং ১১১টি নেভাল ইউটিলিটি হেলিকপ্টার (এনইউএইচ) সংগ্রহে তথ্য চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এনইউএইচ সংগ্রহের সিদ্ধান্তটি এরই মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। সম্ভাব্য ভারতীয় কোম্পানি ও বিদেশি অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারারদের (ওইএম) মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়নের কাজটি খুব শিগগিরই শেষ হবে বলে আশা করছে নৌবাহিনী। এদিকে ২০১৫ সালে বোয়িং পি-৮এ পোসাইডন এমপিএ'র প্রথম স্কোয়াড্রনটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশটির বহরে যুক্ত হয়। ২০১৬ সালে আরও চারটি পোসাইডনের ফরমায়েশ প্রদান করে ভারত, যেগুলো

চলতি বছরে যুক্ত হতে যাচ্ছে। এ এমপিএগুলো ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।

ভারত মহাসাগরে নিজেদের অবস্থান সংহত ও স্বার্থ সুরক্ষিত করতে অস্ট্রেলিয়াও তাদের এসডব্লিউ সক্ষমতা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশটির কাছে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব উঠে এসেছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন্ডা রেনল্ডসের কথায়। পার্থে অনুষ্ঠিত ইন্দো-প্যাসিফিক কনফারেন্সে তিনি বলেন, 'ভারত মহাসাগরে আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। আমাদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, এ মহাসাগরেই আমাদের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারের মধ্যে পাঁচটির অবস্থান এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় মহাসাগরে অবস্থিত প্রকল্পের কারণে আমাদের এলএনজি খাতও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।'

ভারত মহাসাগরকে সুরক্ষিত রাখতে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম মেরিটাইম কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে 'কলিনস' ক্লাসের এসএসকে সাবমেরিনগুলোর পরিবর্তে সি ১০০০ 'অ্যাটাক' ক্লাস সাবমেরিন নিয়োজিত করা। নেভাল গ্রুপের বারাকুডা ডিজাইনের ভিত্তিতে ১২টি শটফিন বারাকুডা সাবমেরিন এক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার সক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, সি ১০০০ কর্মসূচি যেহেতু বেশ বিলম্বের মুখোমুখি হচ্ছে, সেহেতু 'কলিনস' ক্লাসের সাবমেরিনগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে কি না। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী দশকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ২০৩৫ সালের আগে অ্যাটাক ক্লাসের সাবমেরিনগুলোর কমিশনিং শুরু সম্ভব হবে না। অন্যদিকে কলিনস ক্লাসের সাবমেরিনগুলো গত শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে চলতি শতকের শুরুর দিকে দেশটির নৌবহরে যুক্ত হয়। ২০২৬ সালের মধ্যে এগুলো অবসরে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু পরিস্থিতি বলছে, 'কলিনস' ক্লাসের কিছু সাবমেরিন হয়ত হালনাগাদ করবে দেশটি। অন্যদিকে সারফেস পর্যায়ে বিএই সিস্টেমসের 'টাইপ ২৬' ফ্রিগেট ডিজাইন চূড়ান্ত করেছে অস্ট্রেলীয় সরকার। 'অ্যানজ্যাক' ক্লাস ফ্রিগেটের

পরিবর্তনে নৌবাহিনীতে নতুন এ ফ্রিগেটগুলো যুক্ত হতে যাচ্ছে। গত শতকের মধ্য-নব্বইয়ে এগুলো বহরে যুক্ত হয়। চলতি দশকের শেষদিক থেকে এগুলো 'হান্টার' ক্লাসের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হবে। দেশটির এসএসি শিপবিন্ডিংয়ে নির্মিতব্য টাইপ ২৬ ফ্রিগেটগুলোয় অস্ট্রেলিয়ার চাহিদাভিত্তিক সিস্টেমগুলো যুক্ত হচ্ছে। যেমন এজিস কমব্যাট সিস্টেম, সিইএ'র সিইএএফএআর-টু অ্যাকটিভ ফেজড অ্যারে র‍্যাডার এবং সিকোরস্কি এমএইচ-৬০আর হেলিকপ্টার। অস্ত্রশস্ত্রগুলোর মধ্যে থাকছে অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য এমইউ৯০ টর্পেডো, সংযুক্ত থাকছে বিএই'র নালকা ডিকয় লঞ্চ সিস্টেম। এগুলোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে ১২টি পি-৮এ এমপিএ সংগ্রহ করেছে। প্রথমটি যুক্ত হয় ২০১৬ সালে, বাদবাকিগুলো ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যেই বহরে যোগ দেবে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ারও স্বার্থ জড়িত। মালাকা প্রণালী ঘিরে দেশ দুটির ভৌগোলিক অবস্থানের অর্থ হচ্ছে, এ প্রণালী দিয়ে চীনা সাবমেরিনের চলাচল তাদের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগজনক। অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধও উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সিঙ্গাপুর তাদের বিদ্যমান শক্তিশালী বহর আরও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশটির এ প্রচেষ্টায় খুব শিগগিরই যুক্ত হচ্ছে জার্মানির টিসেনক্লপের দুটি টাইপ ২১৮এসএস অ্যাটাক সাবমেরিন। পরের ধাপে বহরে যুক্ত হচ্ছে আরও দুটি এ ক্লাসের সাবমেরিন। এ ছাড়া দেশটির নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছে নেভাল গ্রুপ ও সিঙ্গাপুর মেরিন টেকনোলজিস নির্মিত আটটি 'ফরমিডেবল' ক্লাস ফ্রিগেট। এগুলোয় সংযুক্ত হবে ইডিও মডেল ৯৮০ এএলওএফটিএস অ্যাকটিভ লো-ফ্রিকোয়েন্সি টোড সোনার, থাকবে ইউরোট্রিপ এ২৪৪এস টর্পেডো। অন্যদিকে নৌবাহিনীর সহায়তায় দেশটির বিমানবাহিনী পরিচালনা করছে আটটি সিকোরস্কি এস-৭০বি সিহক নেভাল হেলিকপ্টার। এ ছাড়া পুরনো হয়ে যাওয়া ফকার ৫০ এমপিএগুলোর পরিবর্তে পি-৮, সাব-এর সোডফিশ বা আইএআইয়ের জি৫৫০ যুক্ত করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে দেশটির সরকার।

অর্থনীতির প্রশ্নে চীনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকলেও ইন্দোনেশিয়া এ অঞ্চলের মেরিটাইম নিরাপত্তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। দেশটির প্রতিরক্ষা বাজেট ততটা বড় না হলেও একেবারে কম নয়। দেশটি গত এক দশক ধরে প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপি ০.৬ থেকে ০.৮ শতাংশ ব্যয় করে আসছে। এ বাজেটের একটি অংশ ব্যয় হচ্ছে সাবমেরিন বহর সম্প্রসারণে। দেশটির নৌবাহিনীর জন্য তিনটি টাইপ ২০৯ নাগাপাসা-ক্লাস এসএসকে নির্মাণ করছে দেইয়ু শিপবিন্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রথমটি বহরে যুক্ত হয় ২০১৭ সালে আর সর্বশেষটি আগামী বছর যুক্ত হতে যাচ্ছে। পরবর্তী ব্যাচের সাবমেরিনের ক্ষেত্রে দেশটির নৌবাহিনী ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প অনুসন্ধান করছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার কিলো-ক্লাস এবং নেভাল গ্রুপের স্করপেন। গত কয়েক বছরে তারা বহরে দুটি মার্টিনাভা-ক্লাসের গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট যুক্ত করেছে, যেগুলোয় রয়েছে দুটি ট্রিপল টর্পেডো লঞ্চার। নেদারল্যান্ডের ড্যামেন শেলডে নেভাল শিপবিন্ডিংয়ের কারিগরি সহায়তায় এ

ফ্রিগেটগুলো নির্মাণ করেছে দেশীয় প্রতিষ্ঠান পিটি প্যাল। নৌবাহিনীর আকাশ বহর শক্তিশালী করতে ইন্দোনেশিয়া গত বছরের জানুয়ারিতে আরেকটি তৃতীয় প্রজন্মের সিএন-২৩৫-২২০ এমপিএ সংগ্রহ করেছে। তাদের লক্ষ্য মোট পাঁচটি এমপিএ বহর যুক্ত করা। এর পাশাপাশি পিটি দিরগানতারা ইন্দোনেশিয়া থেকে আরও পাঁচটি এসএস৫৬৫ এমবিই প্যানথার এসএসডব্লিউ হেলিকপ্টার সংগ্রহ করেছে দেশটির নৌবাহিনী। এগুলো ২০১৪ সালে ক্রয়াদেশ দেওয়া ১১টি হেলিকপ্টারের অংশ।

প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশ দেরিতে হলেও সামরিক ব্যয় বাড়ছে দ্বীপরাষ্ট্র ফিলিপাইন। দীর্ঘদিন ধরে সামরিক খাতে জিডিপি ০.৭ থেকে ০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করে আসছে দেশটি। তবে ক্ষমতায় আসার পর রদ্রিগো দুতার্তে সরকার ২০১৬ সালে তা ১ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত করে। চলতি বছরের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৬০ কোটি ডলার, যা মোট সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৫ শতাংশ। যদিও বাজেটের প্রায় অর্ধেকটাই যাবে সেনাবাহিনীতে, যেহেতু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দেশটিকে প্রায়ই তৎপর থাকতে হচ্ছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এবার অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে দেশটির নৌবাহিনী। কারণ দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্র্যাটলি ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে চীনের সঙ্গে ভাগাভাগি বিবাদে জড়িয়েছে ফিলিপাইন। এ অঞ্চলে চীনের কার্যক্রম ও সামরিক উপস্থিতি নিয়ে দিন দিন উদ্বেগ হয়ে পড়ছে তারা। ফলে এসডব্লিউ সক্ষমতা উন্নয়ন এখন দেশটির মনোযোগের কেন্দ্রে। গৃহীত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য নিয়োজিত একটি কর্ভেট, দুটি এডব্লিউ১৫৯ ওয়াইল্ডক্যাট হেলিকপ্টার এবং হুন্দাই হেভি নির্মিত দুটি ফ্রিগেট সংগ্রহ।

তবে কেবল সামরিক প্রতিপক্ষ মোকাবিলায় এ অঞ্চলের নৌবাহিনীর বহরগুলোয় আধুনিকায়ন চলছে তা নয়, অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, জলদস্যুতা, চোরচালান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং দুর্যোগকালীন উদ্ধার অভিযানের মতো অপ্রথাগত হুমকির কারণেও নৌবাহিনী আধুনিকায়নের প্রয়োজন পড়ছে। পাশাপাশি সমুদ্র বাণিজ্যপথ সুরক্ষায়ও সক্ষমতা বৃদ্ধির দরকার হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে অনবদ্য উদাহরণ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। গত এক দশক ধরে দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয়ে তেমন হেরফের ঘটেনি। কিন্তু এখন নিরাপত্তা বাহিনীর পেছনে ব্যয় বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছে তারা। গত বছরের বাজেটে দেশটির ভোট ডিফেন্স ফোর্স তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ বরাদ্দ বেশি পেয়েছে, টাকার পরিমাণে ২৬০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৩০ কোটি ডলার পেয়েছে দেশটির নৌবাহিনী। এ বরাদ্দের কিছু অংশ ব্যয় হবে চারটি নতুন পি-৮এ এমপিএ সংগ্রহের পেছনে। ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ অর্থবছর পর্যন্ত বিস্তৃত। আসন্ন বছরগুলোয় রয়্যাল নিউজিল্যান্ড নেভি তাদের আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক সক্ষমতা বজায় রাখতে ‘অ্যানজ্যাক’ ফ্রিগেট হালনাগাদের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ২০২৭ সালের মধ্যে সিস্পাইট এসএইচ-টুজি(আই) প্রতিস্থাপন এবং অতিরিক্ত আরেকটি সিলিফট ভেসেল সংগ্রহ করা। এ ভেসেলটিতে থাকবে ডকিং ওয়েল, হাসপাতাল সুবিধা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। এ ছাড়া দেশটির এক্সকুসিভ

ইকোনমিক জোন ও দক্ষিণাঞ্চলীয় মহাসাগর নজরদারিতে ২০২৫ সালের মধ্যে প্যাট্রল ভেসেল সংগ্রহও তাদের লক্ষ্য রয়েছে।

এদিকে জাপান ও তাইওয়ানের মতো দেশগুলো এয়ার, সারফেস ও সাব-সারফেস বহর আধুনিকায়ন করছে। এক্ষেত্রে দেশ দুটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় জাহাজনির্মাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, যেন আগামীর চাহিদা পূরণে নিজস্ব ইয়ার্ডে সাবমেরিনসহ অন্যান্য ভেসেল নির্মাণ করা যায়। অন্যদিকে মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম সক্ষমতা বাড়াতে বহর আধুনিকায়নের পথে হাঁটছে। তবে সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে অনিশ্চয়তা তাদের এ প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করছে। সাধারণ অর্থে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর নৌবাহিনী প্রাথমিকভাবে ফ্রিগেট, প্যাট্রল ভেসেল এবং ডিজেল-ইলেকট্রিক সাবমেরিনে বিনিয়োগ করছে। যদিও আকার, সক্ষমতা ও সংখ্যায় দেশগুলোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকছে।

নজরে এখন মহাকাশ

সাবমেরিন ও অ্যান্টি-সারমেরিন ওয়ারফেয়ারে ক্রমাগত বিনিয়োগের পাশাপাশি যে বিষয়টি সম্প্রতি সবচেয়ে নজর কাড়ছে তা হলো, বেশ কয়েকটি দেশ ক্রমান্বয়ে তাদের মনোযোগ মহাকাশে নিবদ্ধ করছে। ধীরগতিতে হলেও এ প্রবণতা আরেকটি ফ্রন্টে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে। আপাত দৃষ্টিতে মহাকাশ ও মেরিটাইম কৌশলের মধ্যে তেমন যোগসূত্র চোখে না পড়লেও, স্যাটেলাইট বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মেরিটাইম ডমেইনে দেশগুলোকে আরও স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য চিত্র প্রদানে সহায়তা করবে। এ অঞ্চলের অন্য কোথাও এ প্রচেষ্টা তেমন দৃষ্টিগোচর না হলেও দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামরিক অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল এবং ভারত মহাসাগরে বাড়তি উপস্থিতির মধ্যে তা দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ‘আপনি যদি মহাকাশে যেতে চান, তাহলে আপনাকে সমুদ্রে থাকতে হবে।

স্যাটেলাইট সিস্টেমের ট্রাজেকটরি বা আবক্র পথে জাহাজগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করলেই আপনি সবসময় নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করতে পারবেন।’ এর কারণ হচ্ছে, কোনো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রথম আট মিনিটের মধ্যে এর ট্রাজেকটরি পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে এবং এজন্য যথাযথভাবে এটা পুনরায় সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়তে পারে। আবার কখনও এমন সঙ্ঘবনাও তৈরি হয় যখন স্যাটেলাইট রিইগনাইট করতে হতে পারে। তখনও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষার জন্য সমুদ্রে অবস্থানরত জাহাজগুলোর অবস্থান পুনরায় পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। দক্ষিণ চীন সাগরের হাইনান দ্বীপে চীন একটি মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করেছে, যার সুরক্ষা নিশ্চিত করছে দেশটির নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ। মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে নিরক্ষরখার কাছাকাছি থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে চীনের দাবার ছকে স্প্র্যাটলি ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

চীনের দেখাদেখি এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোও ধীরে ধীরে মহাকাশ সম্পদের নতুন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অবগত হতে শুরু করেছে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক বেশকিছু ম্যাগাজিন ও ওয়েবসাইটে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে প্রবন্ধ-নিবন্ধও প্রকাশ করছে। তবে সামরিক পরিকল্পনাকারীরা এখনও মহাকাশ এবং মেরিটাইম সক্ষমতা ও কৌশলের মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে তেমন ভাবনা-চিন্তা করছে না বলেই ধারণা। আর এটাই চীনকে উল্লেখযোগ্য কৌশলগত সুবিধা দিচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চীন পরবর্তী মেরিটাইম যুদ্ধের জন্য এখনই কোনো পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এগিয়ে না; বরং যেখানে অন্য দেশগুলোর অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল সে জায়গায় তাদের অবস্থান সুসংগত করার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যেন নতুন ক্ষেত্রগুলোয় প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর প্রবেশাধিকার ও শক্তি সমাবেশ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এখন দেখার বিষয়, আগামীতে নৌবাহিনীর নতুন নতুন সক্ষমতা সংগ্রহের উদ্যোগে নব-উন্মোচিত এ ক্ষেত্রটি কতটা প্রভাবকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কোরিয়ান নেভির প্রথম জাংবোগো-গ্নি ব্যাচ-ওয়ান সাবমেরিন উদ্বোধন করা হয়





খুলনা শিপইয়ার্ডে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য নির্মাণাধীন হেভি ডিউটি স্পিডবোট (রাবনাবাদ-১) এর লঞ্চিং গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে

খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত আধুনিক সার্ভে জাহাজ বানৌজা দর্শক ও বানৌজা তল্লাশী

সরকারি শিপইয়ার্ডগুলো পরিচালনার ভার বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দেওয়ার পর দ্রুতই বদলে গেছে অতীতের ব্যর্থতার হিসাব। নৌবাহিনীর নেতৃত্বে দেশের সরকারি শিপইয়ার্ডগুলো ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন আর বাংলাদেশ ফিরে পেয়েছে জাহাজনির্মাণ শিল্পে তার হারানো গৌরব। অভ্যন্তরীণ ইনল্যান্ড ভেসেল, দ্রুতগামী প্যাট্রল বোট, ড্রেজিং বার্জ, যাত্রীবাহী লঞ্চ ও জাহাজ, ল্যান্ডিং ক্র্যাফট, টাগ বোট, সাপ্লাই বার্জ, ডেক লোডিং বার্জ, স্পিড বোট, কার্গো

কোস্টার, ট্রপ ক্যারিং ভেসেল, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে বোট, সাধারণ সার্ভে বোট, পাইলট বোট, ওয়াটার ট্যান্কি এবং পন্টনের চাহিদার শতভাগ এখন দেশেই নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে। নৌবাহিনী পরিচালিত শিপইয়ার্ডগুলোর নির্মাণ সক্ষমতা নৌবাহিনীকে 'বায়ার নেভি' থেকে 'বিস্ভার নেভি'র পথে এগিয়ে নিয়েছে অনেক দূর। সেই পথে নতুন সংযোজন জরিপ জাহাজ বানৌজা দর্শক এবং বানৌজা তল্লাশী। দেশীয় জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ডে ১৮ ফেব্রুয়ারি জাহাজ দুটি নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই সার্ভে ভেসেল দুইটির প্রতিটির

দৈর্ঘ্য ৩২.৭৮ মিটার ও প্রস্থ ৮.৪ মিটার এবং এরা ঘণ্টায় ১২ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। বানৌজা দর্শক ও বানৌজা তল্লাশী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হওয়ার পর উপকূলীয় এলাকায় সকল ধরনের হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। পুরান দর্শক ও তল্লাশী জাহাজদ্বয়কে প্রতিস্থাপন করে উপকূলীয় অঞ্চলে হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক জরিপকায় পরিচালনার সুবিধাদি বিদ্যমান রেখে ২০২০ সালে সম্পূর্ণ নতুন এবং আধুনিকভাবে জাহাজ দুইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে টহল প্রদান, চোরাচালান দমন, উদ্ধার কার্যক্রম, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি সরকারের ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সূচনালগ্ন থেকেই জাহাজ দুটি বেশ কিছু চার্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

হেভি ডিউটি স্পিডবোট ও জরিপ বোটের লঞ্চিং

২৮ এপ্রিল পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন হেভি ডিউটি স্পিডবোট (রাবনাবাদ-১) এর লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এই হেভি ডিউটি স্পিডবোটটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪.৯০ মিটার, প্রস্থ ৬.৮৮ মিটার, ড্রাফট ৩.৮৫

মিটার, ডিসপ্লেসমেন্ট ১৭০ টন। ২১ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই স্পিডবোটটিতে রয়েছে ২৫২৬ অশ্ব শক্তির ২টি ইঞ্জিন, ১৩০ কিলোওয়াটের ২টি জেনারেটর ও ৮০ কিলোওয়াটের একটি হারবার জেনারেটর। যা ঘণ্টায় ২৫ নটিক্যাল মাইল নৌপথ অতিক্রম করতে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় টহল ও পায়রা সমুদ্র বন্দর এলাকায় নিরাপত্তা বিধানসহ সব ধরনের সম্ভাস ও চোরাচালান বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নিবে দ্রুত গতিসম্পন্ন এই হেভি ডিউটি স্পিডবোট। এটি বন্দর উপকূল এলাকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পায়রা সমুদ্র বন্দরকে দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বন্দরের স্বাভাবিক ও নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তা আরও গতিশীল করতে এই হেভি ডিউটি স্পিডবোটটি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এটি। এ ছাড়া ১৪ মে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণাধীন ২টি জরিপ বোট এর লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়। এসব জরিপ বোটের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৪.৭০ মিটার, প্রস্থ ৫.১০ মিটার, ড্রাফট প্রায় ১.৫০ মিটার এবং ডিসপ্লেসমেন্ট ১৭.৫ টন। এতে রয়েছে ২৬০০ অশ্ব শক্তির ২টি ইঞ্জিন, ২২.৭ কিলোওয়াটের ২টি জেনারেটর ও ২টি প্রপেলার। যা ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬ নটিক্যাল মাইল নৌপথ অতিক্রম করতে সক্ষম। এ ছাড়া জরিপ বোটের প্রতিটিতে রয়েছে



বানৌজা দর্শক ও বানৌজা তল্লাশী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হওয়ার পর উপকূলীয় এলাকায় সকল ধরনের হাইড্রোগ্রাফিক ও ওশানোগ্রাফিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার সক্ষমতা তৈরি হয়েছে



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাল্টি পারপাস এক্সেসিবল রেসকিউ বোট নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, এমপি

স্টিয়ারিং গিয়ার, ২ কিলোওয়াটের একটি ইমারজেন্সি জেনারেটর, একটি হাল মাউন্টেড মাল্টি বিম ইকো সাউন্ডার ও একটি হাল মাউন্টেড সিঙ্গেল বিম ইকো সাউন্ডার। ২৫০০ লিটার ফুয়েল ও ৮০০ লিটার ফ্রেস ওয়াটারের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই জরিপ বোটের প্রতিটিতে রয়েছে ডিজিপিএস রিসিভার ও নেভিগেশনাল র‍্যাডার।

জাহাজ নির্মাণশিল্পে নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত দেশের প্রাচীনতম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. দ্রুতগতি সম্পন্ন জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমানে এই ডকইয়ার্ডটিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জন্য ৬০টি মাল্টি পারপাস এক্সেসিবল রেসকিউ বোট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, এমপি। নির্মাণাধীন বোটগুলো বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকায় আটকে পড়া মানুষসহ গবাদি পশু দ্রুততার সাথে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হবে। বোটগুলো দিয়ে সারা দেশে যেকোনো দুর্যোগ মুহূর্তের সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলে অতি অল্প সময়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ২০১৭ সালে আরও ২টি আইপিভি এর নির্মাণ কাজ হাতে নেয় প্রতিষ্ঠানটি।

এগুলোর প্রতিটি দৈর্ঘ্য ৫৩ মিটার, প্রস্থ ৭.৪ মিটার, ড্রাফট ১.৯৫ মিটার এবং ২৩ নট গতিসম্পন্ন হবে। নির্মাণাধীন জাহাজগুলোর ক্রাস যুদ্ধজাহাজ এবং এদের ডিজাইন, ড্রইং এবং নির্মাণ কাজ চায়না ক্রাসিফিকেশন সোসাইটি দ্বারা অনুমোদিত। জাহাজগুলো সি-স্টেট ৬ পর্যন্ত টিকে থাকার সক্ষমতা রয়েছে। জাহাজগুলোর টেস্ট ট্রায়াল সম্পন্ন করে অতি দ্রুত হস্তান্তর করা হবে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য আরও ৬টি অত্যাধুনিক ওয়াটার জেট প্রোপালশন প্রযুক্তির হাইস্পিড বোটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এই ডকইয়ার্ডে। অ্যালুমিনিয়াম ম্যাটেরিয়ালের তৈরি বোটগুলো দৈর্ঘ্য ১৮মিটার, প্রস্থ ৫ মিটার, ড্রাফট ০.৯৪ মিটার এবং ২৭ নট গতিসম্পন্ন হবে। নির্মাণাধীন বোটগুলোর ডিজাইন, ড্রইং এবং নির্মাণকাজ ব্যুরো ভেরিটাস দ্বারা অনুমোদিত। বোটগুলো মূলত নদী এবং সমুদ্র পথে চোরাচালান রোধ, বিভিন্ন প্রকার উদ্ধারকাজ পরিচালনা, অবৈধ মৎস্য আহরণরোধ, ত্রাণ সরবরাহসহ টহল দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে। প্রতিষ্ঠানটিতে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য নির্মিত ফায়ার ফ্লোটটির দৈর্ঘ্য ১৭মিটার, প্রস্থ ৫ মিটার, ড্রাফট ১.৩০ মিটার এবং গতি ২০ নট পর্যন্ত হবে। অ্যালুমিনিয়াম ম্যাটেরিয়ালের তৈরি ফায়ার ফ্লোটটি প্রতি মিনিটে ২,৫০০ লিটার পানি ডিসচার্জ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে যেকোনো অগ্নিনির্বাপণের কাজ করতে সক্ষম। জাহাজটি বর্তমানে হস্তান্তরের

জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।

বানৌজা ঈসা খান নাবিক বিনোদন কেন্দ্রের উদ্বোধন

২৪ জুন নৌবাহিনী প্রধান বানৌজা ঈসা খানে নবনির্মিত নাবিক বিনোদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। নৌসদস্যদের চিত্তবিনোদন এবং সুষ্ঠু মানবিক বিকাশের লক্ষ্যে তৈরি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই নাবিক বিনোদন কেন্দ্র একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আনুমানিক ১১ হাজার নৌসদস্যের চিত্ত বিনোদনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই নাবিক বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে নাবিক জীবনের গঠনমূলক মানসিক বিকাশ এবং সুস্থ বিনোদনের অনন্য উপায় তৈরি হয়েছে। বিশাল এই

নাবিক বিনোদন কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইনডোর গেমসের সুযোগ। ইনডোর গেমস জোনে রয়েছে ফুটবল, বিলিয়ার্ড, টেবিল টেনিস, ডাট শ্রো, দাবা ও ক্যারামসহ আরও অনেক গেমসের ব্যবস্থা। এ ছাড়া রয়েছে ২ডি এবং ৩ডি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিতানতুন ছবি উপভোগের ব্যবস্থা। এতে একই সাথে শতাধিক নাবিক মনোরম পরিবেশে নতুন নতুন ছবি উপভোগ করতে পারবে। দৃষ্টিশক্তি বিনোদন কেন্দ্রের প্রথম তলায় রয়েছে ডিজিটাল গেমিং জোন। এখানে পাওয়া যাবে নিজের চেনা পরিবেশকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা। অবসরের প্রতিটি মুহূর্তকে রোমাঞ্চকর করতে এখানে সংযোজিত হয়েছে মোটর ড্রাইভিং, মোটরসাইকেল, র‍্যাফটিং গ্যুটিং, ফ্লাইংসহ আরও অনেক আধুনিক সিমুলেটর। বানৌজা ঈসাখানসহ চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল নাবিক এই সুযোগ সুবিধাসমূহ উপভোগ করতে পারবে, যা নৌ সদস্যদের জন্য অন্যতম নির্মল আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। বিনোদন কেন্দ্রের ৫ম তলায় রয়েছে ২৫০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি রেস্টুরেন্ট এবং রুফটপ আউটলেট। যেখানে আগত অতিথিবৃন্দ কারাগুকে এর মাধ্যমে বিনোদন গ্রহণ করতে পারবে। এ ছাড়া বিনোদন কেন্দ্রসংলগ্ন দুটি লেককে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ২৮০ মিটার ওয়াকওয়ে। প্রতিটি পুকুরের পরিধি জুড়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে পরপর স্থাপন করা হয়েছে ৬টি কুটির। যার মাধ্যমে সকলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি খুঁজে নিতে পারবে শান্ত, ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ।

নাবিক জীবনের গঠনমূলক মানসিক বিকাশ এবং সুস্থ বিনোদনে বানৌজা ঈসা খানে নির্মাণ করা হয়েছে নাবিক বিনোদন কেন্দ্র



► রপ্তানির ধারা অব্যাহত রেখেছে আসেলসান

২০১৯ সালের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন ও রপ্তানির ধারা ২০২০ সালেও ধরে রেখেছে শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক ডিফেন্স ও টেকনোলজি কোম্পানি আসেলসান। সম্প্রতি বাহরাইনের নৌবাহিনীকে অ্যাডভান্সড রিমোট কন্ট্রোল ওয়েপন সিস্টেম (আরসিডব্লিউএস) সরবরাহে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কোম্পানিটি। সরাসরি আরসিডব্লিউএস বিক্রি ছাড়াও প্রায় দশকব্যাপী উপসাগরীয় দেশগুলোয় প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি, স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও যৌথ বিনিয়োগের কোম্পানি পরিচালনা করে আসছে আসেলসান। আগামীতে গাফ কোঅপারেশন কাউন্সিলভুজ (জিসিসি) দেশগুলো বিশেষ করে বাহরাইনে এই কার্যক্রমের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে কোম্পানিটির।

► শিগগিরই মিয়ানমারকে সাবমেরিন হস্তান্তর ভারতের

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি প্রজেক্ট (কিলো-ক্লাস) ৮৭৭ সাবমেরিন আইএনএস সিন্ধুবীর মিয়ানমার নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত করেছে ভারত। রুশ বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, সাবমেরিনটির মেরামতের কাজ ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন হয়েছে। ক্রু প্রশিক্ষণের পর এটি মিয়ানমারের নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর সময়ের ব্যাপারমাত্র। তবে কিনে নাকি ভাড়া—কী শর্তে সাবমেরিনটি হস্তান্তর হচ্ছে সেটি এখনও পরিষ্কার নয়। সিন্ধুবীর ভারতীয় নৌবাহিনীতে যুক্ত হয় ১৯৮৮ সালে। সিন্ধুবীর হস্তান্তরের পরও ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে আটটি কিলো-ক্লাস সাবমেরিন থাকছে।

► সিঙ্গাপুরে সাবমেরিন সরবরাহে বিলম্ব

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীর জন্য ইনভিসিবল (টাইপ ২১৮এসজি) ক্লাস সাবমেরিন এবং বিমান বাহিনীর জন্য এয়ারবাস হেলিকপ্টার এইচ২২এম মিডিয়াম-লিফট ও সিএইচ-৪৭এফ চিনুক হেলি-লিফট হেলিকপ্টারের সরবরাহ বিলম্বিত হবে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ১ জুলাই সশস্ত্র বাহিনী দিবসের প্রাক্কালে সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এনজি এং হেন ভিডিও কনফারেন্সে বলেন, ২০২০ সালের শেষ দিকে সিএইচ-৪৭এফ ও এইচ২২এম রোটোরক্র্যাফট সরবরাহের কথা থাকলেও ২০২১ সালের আগে তা সম্ভব নয়। ইনভিসিবল-ক্লাস সাবমেরিন ২০২১ সালের পরিবর্তে ২০২২ সালে সরবরাহ করা হবে।

চীনা ফিশিং ট্রলার ছিনতাই রুখে দিয়েছে নাইজেরিয়ার নৌবাহিনী



আইভরি কোস্টের উপকূল মৎস্য আহরণে নিযুক্ত চীনা ফিশিং ট্রলার হাইলুফেং ১১ কে জলদস্যুদের দখল থেকে মুক্ত করেছে নাইজেরিয়ার নৌবাহিনী। ১৪ মে আইভরি কোস্টের এককুসিড ইকোনমিক জোন থেকে ট্রলারটি ছিনতাই করে জলদস্যুরা। সে সময় ট্রলারটিতে ৮ জন চীনা নাগরিক, ৭ জন ঘানার ও ৩ জন আইভরি কোস্টের নাগরিকসহ মোট ১৮ জন ক্রু ছিল। বেশ কয়েকটি আফ্রিকার দেশ ও সংস্থার মধ্যে দ্রুত সহযোগিতার মাধ্যমে ট্রলারটির অবস্থান শনাক্ত করার পর নাইজেরিয়ার নৌবাহিনী লাগোজ ফেয়ারওয়ে বয়া থেকে ১৪০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে জলদস্যুদের গতিরোধ করে। নাইজেরীয় নৌবাহিনীর ভেসেল এনএনএস এনগুরু ফিশিং ট্রলারের

দখল নেওয়া জলদস্যুদের থামার নির্দেশ দিলেও তারা এগিয়ে যেতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে নৌবাহিনীর সদস্যরা বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে ট্রলারটিতে উঠে পড়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সফল এ অভিযানে ট্রলারটির জিম্মি ১৮ জনকে উদ্ধারের

পাশাপাশি ১০ জন জলদস্যুকে আটক করা হয়। ফিশিং ট্রলারটিকে পরে নিরাপদে লাগোজ ফিরিয়ে আনা হয়।

ফিশিং ট্রলার হাইলুফেং ১১ উদ্ধারের ঘটনা ২০১৬ সালে এম/টি ম্যাক্সিমাস উদ্ধারের সফল যৌথ অভিযানকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেবারের মতো এবারও জলদস্যুদের দখলে থাকা ট্রলারটির অবস্থান শনাক্ত, গতিরোধ এবং মুক্ত করতে আইভরি কোস্ট, ঘানা, টোগো, বেনিন এবং নাইজেরিয়া একে অপরকে সহযোগিতা করে। এ অভিযানে বেনিন ও নাইজেরিয়ার নৌ জাহাজ জলদস্যুদের অনুসরণ করে। আর নাইজেরিয়ার ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ড ধাওয়া করে জাহাজটির গতিরোধ করে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে।

হাইলুফেং ১১ জলদস্যুদের কবলে পড়েছে এমন সন্দেহে ভেসেলটির মালিক ও চীনের সরকারি কর্মকর্তারা আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার আগেই আইভরি কোস্টের মৎস্য মন্ত্রণালয়ের ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম একটি সতর্কবার্তা সম্প্রচার করে। এ তথ্য দেশটির অন্য কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গেও বিনিময় করা হয়। দ্য পার্মানেন্ট ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল কমিশন ফর স্টেট অ্যাকশন অ্যাট সি (সেপসিম) এ সতর্কবার্তা আঞ্চলিক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয় এবং তারা পরবর্তীতে এ তথ্য আরও ছড়িয়ে দেয়। তথ্য বিনিময় এবং সমন্বিত পদক্ষেপের কারণেই দ্রুত ফিশিং ট্রলারটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। অবশ্য ২০১৬ সালে ম্যাক্সিমাস উদ্ধারের ঘটনায় জাহাজ মালিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে কোনো তথ্য বিনিময় হয়নি। তবে এখন দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্য বিনিময়ের নানা পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে কার্যকর জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়া আরও সহজ হয়েছে।

ব্যাবককের সাথে এমএএন এনার্জির প্রপালশন চুক্তি

তৈরি হতে যাওয়া পাঁচটি জেনারেল-পারপাস ফ্রিগেটে প্রপেলার সরঞ্জাম সরবরাহে ব্যাবকক ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপের সাথে চুক্তি করেছে এমএএন এনার্জি সল্যুশন। ফ্রিগেটগুলো পরীক্ষিত এমএএন আলফা ভিবিএস এমকে ৫ সিপি প্রপেলার সিস্টেম এবং এ সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জামে সজ্জিত করা হবে। ডেনমার্কের ফ্রেদেরিকশ্যাভনে এমএএন এনার্জি সল্যুশনের ডিজাইন অ্যান্ড প্রডাকশন ইউনিটে প্রপেলার কনফিগারেশনের ডিজাইনের পর সেখান থেকেই তা সরবরাহ করা হবে। আর ফ্রিগেটগুলো তৈরি হবে ব্যাবককের স্কটল্যান্ডভিত্তিক রশিথ শিপইয়ার্ডে। ওডেন্স মেরিটাইম টেকনোলজি (ওএমটি) পরীক্ষিত আইভার উইটফেলড শ্রেণির যে হাল তার ভিত্তিতে টাইপ ৩১ ফ্রিগেটগুলোর নকশা করা হয়েছে। আইভার উইটফেলড শ্রেণির হাল বর্তমানে ডেনমার্কের নৌবাহিনী ব্যবহার করছে।

জাহাজে সাইবার বেজলাইন ইনস্টলের লক্ষ্য মার্কিন নৌবাহিনীর

মার্কিন নৌবাহিনীর নেভাল ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার সিস্টেমস কমান্ড একটি নতুন প্রযুক্তি নিয়োজনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা বাধ্যবাধকতার সঙ্গে জাহাজের কমপ্ল্যাক্স সার্কিটাই করা। ২০২০ অর্থবছরের মধ্যে ১৮০টি জাহাজে এ প্রযুক্তি যুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাইবার বেজলাইন সিস্টেম একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। সাইবার সিকিউরিটি অফিস টু দ্য কমান্ডসের ‘ফ্লিট রেডিনেস ডিরেক্টরেট’ বা এফআরডি ৩০০ নামের সংস্থাটি এ অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টলের কাজ তত্ত্বাবধান করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নৌবাহিনী নির্ধারিত সাইবার নিরাপত্তা বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কোনো জাহাজের সিস্টেম কমপ্লাই করছে কিনা তা নিশ্চিতের কাজটি এখন থেকে পালন করবে এফআরডি।

এফআরডি ৩০০-এর পরিচালক ডুয়ান ফিলিপস এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, ‘সাইবার বেজলাইন সিস্টেম ইনস্টলের কারণে কোনো জাহাজের প্রাপ্যতা বা

নির্ধারিত আধুনিকায়ন পদক্ষেপের সময় আমরা জানতে পারব জাহাজটির সক্ষমতায় কোনো ঘাটতি বা বৃদ্ধি রয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে আমরা এন্ড-টু-এন্ড অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করছি। ফলে জাহাজে স্থাপিত ও সংযুক্ত সিস্টেম, যেমন কনসোলিডেটেড অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস, ইন্টেলিগেন্ট শিপবোর্ড নেটওয়ার্ক সিস্টেমসহ সব সিস্টেমই যেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও নৌবাহিনীর বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কমপ্লাই করে এবং সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক কারিগরি কর্তৃপক্ষের স্ট্যান্ডার্ড প্রণেয়র জন্য অনুমোদিত থাকে।

এফআরডি ৩০০ যেকোনো সময়ে ১০ থেকে ১৫টি প্লাটফর্মকে এ ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টলে সহায়তা দিতে সক্ষম। বর্তমানে বাহরাইন, জাপান, ক্যালিফোর্নিয়া ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত জাহাজগুলোয় এ সিস্টেম স্থাপনে সহায়তা করছে তারা। করোনাভাইরাস সৃষ্ট মহামারীর কারণে এফআরডি এ সিস্টেম বিষয়ক দূর-প্রশিক্ষণ বা ইন-পারসন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় কেডিডিএক্স কর্মসূচি উদ্বোধন

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের কোরিয়া ডেস্ট্রয়ার নেস্ট জেনারেশন (কেডিডিএক্স) কর্মসূচির অধীনে দেশটির নৌবাহিনীর জন্য নতুন গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের মৌলিক ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেশটির ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডাপা) এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে। ডাপার দরপত্র অনুযায়ী, নির্বাচিত কোম্পানিগুলোকে ২০২৩ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন জমা দিতে হবে। আর নির্মাণের কাজটি শুরু হবে পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪ থেকে।

গত এপ্রিলে দক্ষিণ কোরিয়ার ডিফেন্স প্রজেক্ট প্রমোশন কমিটি কেডিডিএক্স কর্মসূচির অধীনে স্থানীয়ভাবে একটি কমব্যাট সিস্টেম উন্নয়ন ও নির্মাণের কাজে অনুমোদন দেয়। ডাপা জানায়, এ কমব্যাট সিস্টেম উন্নয়নে প্রায় ৫০ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে এর নির্মাণ শেষ হবে।

কেডিডিএক্স কর্মসূচির অধীনে নির্মিত জাহাজগুলোয় দেশটির প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলো নির্মিত সবচেয়ে

অত্যাধুনিক প্লাটফর্ম ও ওয়েপন সিস্টেমস যুক্ত থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত অটোমেশন প্রযুক্তি এবং ফুল-ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম। কেডিডিএক্স কর্মসূচির অধীনে নির্মিতব্য ডেস্ট্রয়ারের কাজ পেতে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি দক্ষিণ কোরিয়া কোম্পানি উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে দেইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং। কোম্পানিটি জানিয়েছে, ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম উন্নয়নে প্রাথমিক গবেষণা শেষ হয়েছে তাদের। এ কাজে অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে কোরিয়ান ইলেকট্রোটেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোরিয়ান রেজিস্টার অব শিপিং এবং সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

এদিকে হানওহা অ্যারোস্পেসও কেডিডিএক্স প্রকল্পে আগ্রহ দেখিয়েছে। ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম সরবরাহে তারা জোট বেঁধেছে জেনারেল ইলেকট্রিকের সঙ্গে। আর কমব্যাট সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড মাস্ট এবং মাল্টিফাংশনাল র‍্যাডার উন্নয়ন ও নির্মাণে তাদের সঙ্গী হচ্ছে এলআইজি নেস্টওয়ান।

ডুবিয়ে দেওয়া হবে স্টেলার ব্যানার

পোলারিসের দুর্ধটনাকবলিত ভেরি লার্জ ওর ক্যারিয়ার (ভিএলওসি) স্টেলার ব্যানারকে মারানহাও উপকূল থেকে ৮০ মাইল দূরে ডুবিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ব্রাজিলিয়ান নৌবাহিনী। ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলের মারানহাওয়ের পোন্তা দ্য মাদেইরা মেরিটাইম টার্মিনাল ছেড়ে যাওয়ার পর দুর্ধটনায় পড়ে স্টেলার ব্যানার। জাহাজের ২০ ক্রু সদস্যকে এর পরপরই উদ্ধার করা হয়। জাহাজ থেকে জ্বালানি তেল সরিয়ে নেওয়ার কাজ মার্চে শুরু হয়ে ১২ এপ্রিল শেষ হয়। প্রায় এক মাসের চেষ্টায় জাহাজের ট্যাঙ্ক থেকে ৩ হাজার ৯০০ ঘনমিটার জ্বালানি তেল অপসারণ করা হয়। সরিয়ে আনা হয় ১ লাখ ৪০ হাজার টন আকরিক লোহা। এরপর ক্লাস সোসাইটি জাহাজটির কাঠামো নিরীক্ষণ করে এটিকে টোটাল লস হিসেবে ঘোষণা দেয়। জাহাজটি ডুবিয়ে দেওয়ার আগে নিশ্চিত করা হবে যে, তাতে পরিবেশ দূষণের মতো আর কোনো ক্ষতিকর উপাদান নেই।

► ভারতের এমএইচ-৬০আর উন্নয়নে লকহিডের সাথে চুক্তি

ভারতের ২৪টি সিকোরস্কি এমএইচ-৬০আর অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার হেলিকপ্টারে চাহিদা অনুযায়ী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহের কাজ পেয়েছে লকহিড মার্টিন। এজন্য ৩৭ কোটি ৫০ লাখ ডলারের চুক্তি হয়েছে। এর আগে মার্কিন সরকারের ফরেন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) প্রক্রিয়ার অধীনে ভারতীয় নৌবাহিনীকে ২৪টি এমএইচ-৬০আর সরবরাহের লক্ষ্যে মে মাসে মার্কিন নৌবাহিনীর সাথে ৯০ কোটি ৫০ লাখ ডলারের চুক্তি করে লকহিডের সিকোরস্কি রোটরক্রাফট ইউনিট। এমএইচ-৬০আর হতে যাচ্ছে ২০১৯ সালে বোয়িং পি-৮১ নেপচুনের পর মার্কিন অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রয়।

► জাপানে স্থালিত মাইন সিস্টেমের প্রোটোটাইপ উন্নয়ন

দূর থেকে পরিচালনযোগ্য স্থালিত মাইন সিস্টেমের দুইটি প্রোটোটাইপ উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বিস্ফোরক পরিবহনকারী 'স্মল এক্সপেন্ডেবল ওয়ারলেস আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকলস (ইউইউভি)' নামে পরিচিত এই সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে সমুদ্রের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এটি মোতায়েন করা যায় এবং শত্রু জাহাজের কাছে বিস্ফোরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রোটোটাইপ দুটির জন্য জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৭ কোটি ডলার বরাদ্দ রেখেছে।

► কানাডিয়ান নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

গ্রিস উপকূলে কানাডার নৌবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার দুর্ধটনায় ৬ জন নিহত হয়েছেন। উদ্ধার অভিযানে কিছু দেহাবশেষ পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে শুধু এইচএমসিএস ফ্রেডেরিক্টন ফ্রিগেটের কর্মকর্তা সাব-লেফটেন্যান্ট আবিগাল কাউব্রোরকে শনাক্ত করা গেছে। দুর্ধটনাকবলিত আকাশযানটি ছিল সম্প্রতি কেনা সিকোরস্কি সিএইচ-১৪৮ সাইক্লোন হেলিকপ্টার। পুরনো হয়ে যাওয়া সি কিংয়ের জায়গায় ২০১৮ সালে হেলিকপ্টারটি মোতায়েন করে রয়্যাল কানাডিয়ান নেভি। অফশোর অয়েল ও গ্যাস শিল্পের জন্য ব্যবহৃত সিকোরস্কি এস-৯৮ এর আদলে সাইক্লোন হেলিকপ্টারটি তৈরি।

রয়্যাল নেভির স্বয়ংক্রিয় গ্লাইডার পরীক্ষা

পানির তলদেশে আধুনিক প্রযুক্তির গ্লাইডারের পরীক্ষা চালাচ্ছে রয়্যাল নেভি, যাতে উত্তর আটলান্টিকে সাবমেরিন হান্টিং অপারেশনে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। পাঁচ মাস ধরে মোতায়েনকৃত একটি স্লোকাম গ্লাইডার বর্তমানে স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে সাগর সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। মনুষ্যবিহীন স্লোকাম সাগরে পানির তাপমাত্রা, গভীরতা, লবণাক্ততা, স্রোত, অক্সিজেনের মাত্রা সম্পর্কে রিয়েল-টাইম তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম। রয়্যাল নেভির টাইপ ২৩ ফ্রিগেট এবং মারলিন ও ওয়াল্ডক্যাট হেলিকপ্টারের পাশাপাশি রয়্যাল এয়ার ফোর্সের পি-৮ পোসেইডনের সোনার ও সেন্সর ব্যবহারের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেবে এটি। উপাত্ত সংগ্রহে বর্তমানে কয়েক মাস লেগে গেলেও এসব গ্লাইডার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা সরবরাহ করতে পারবে। আর দ্রুত তথ্য পাওয়ার অর্থ হলো কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে সাবমেরিন হান্টার অতি সহজেই তার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে।

রয়্যাল থাই নেভিতে জাহাজ-বিস্ফংসী মিসাইল



রয়্যাল থাই নেভি (আরটিএন) খুব শিগগিরই আটটি নতুন হারপুন ব্লক টু জাহাজ-বিস্ফংসী মিসাইল পেতে যাচ্ছে। মিসাইল সরবরাহের কাজটি পেয়েছে মার্কিন কোম্পানি বোয়িং। মার্কিন ডিফেন্স সিকিউরিটি কোঅপারেশন এজেন্সি (ডিএসসিএ) জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি ফরেন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) গ্রাহকের জন্য বোয়িং ৪৬৭টি হারপুন ব্লক টু জাহাজ-বিস্ফংসী মিসাইল এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইস, মিসৌরি, কেনটাকি ও টেক্সাসে অবস্থিত বোয়িং কারখানায় এগুলো নির্মিত হবে। ২০২৬ সালের মধ্যে মিসাইলগুলো সরবরাহ করা হবে। চুক্তিগুলোর আর্থিক মূল্য প্রায় ৬৬ কোটি ডলার। নতুন এ আটটি মিসাইলের গন্তব্য হতে

যাচ্ছে আরটিএনের বহরে থাকা দ্বিতীয় ক্রাবি-ক্লাস প্যাট্রল ভেসেল এইচটিএমএস প্রাচুয়াপ থিরি খান। গত বছরের শেষদিকে জাহাজটির কমিশনিং সম্পন্ন হয়। বিএই সিস্টেমসের কাছ থেকে এই অফশোর প্যাট্রল ভেসেলটি (ওপিভি) সংগ্রহ করে থাই নৌবাহিনী। ক্রাবি-ক্লাসের ওপিভিগুলোর দৈর্ঘ্য ২৯৫ ফুট, সর্বোচ্চ গতি ২৫ কিলোনট।

এইচটিএমএস প্রাচুয়াপ থিরি খানে জাহাজ-বিস্ফংসী মিসাইল ছোড়ার জন্য একজোড়া লঞ্চার রয়েছে। যদিও এ ক্লাসের অন্য ভেসেলগুলোয় লঞ্চার নেই। থাই নৌবাহিনীর অন্য যে ভেসেলটিতে হারপুন ব্লক টু জাহাজ-বিস্ফংসী মিসাইল লঞ্চার সুবিধা রয়েছে সেটি হচ্ছে নতুন ভূমিবল আদুলিয়াদেজ-ক্লাস গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট। দক্ষিণ কোরিয়ার দেইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফ্রিগেটটি নির্মাণ করে।

থাইল্যান্ডের পাশাপাশি ফরেন মিলিটারি সেলস (এফএমএস) চুক্তির অধীনে ব্রাজিল, কাতার, সৌদি আরবের নৌবাহিনী এ মিসাইল পেতে যাচ্ছে।

▶ জাপান ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া

জুনের শেষ দিকে জাপান ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ভারত মহাসাগরে এক যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এমন এক সময় যৌথ মহড়াটি অনুষ্ঠিত হলো, যখন ভারত ও জাপান উভয়েই চীনের সাথে দন্ডে জড়িয়েছে এবং এই অঞ্চলে ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে একটি ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। ভারত মহাসাগরে অনুষ্ঠিত যৌথ মহড়াটিতে অংশ নেয় জাপান মেরিটাইম সেক্ষ ডিফেন্স ফোর্সের প্রশিক্ষণ জাহাজ জেএস কাশিমা ও জেএস শিমাইয়ুকি এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস রানা ও আইএনএস কুলিশ।

▶ স্ক্যান ঈগল হাতে পেল মালয়েশিয়া

প্রথম ব্যাচের ৬টি বোয়িং-ইনসিটু স্ক্যান ঈগল আনাম্যানড এয়ারক্রাফট সিস্টেম (ইউএএস) হাতে পেয়েছে মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সমুদ্র নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত একটি কর্মসূচির আওতায় এগুলো সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশের কোটা কিনাবালু বিমান বন্দরে স্ক্যান ঈগলগুলো সরবরাহ করা হয়। এর ফলে আঞ্চলিক অঞ্চলটা রক্ষায় মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে মালয়েশিয়াকে ১২টি, ভিয়েতনামকে ৬টি এবং ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনকে ৮টি করে ঈগল স্ক্যান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

▶ এফ-৩৫সি এর জন্য ক্যারিয়ার সংশোধন

লকহিড মার্টিন এফ-৩৫সি লাইটনিং টু জয়েন্ট স্ট্রাইক ফাইটার স্কোয়াড্রনকে পরিচালনা কার্যক্রমে আনতে পরবর্তী ফোর্ড ক্লাস ক্যারিয়ারের ডিজাইনে পরিবর্তন আনছে মার্কিন নৌবাহিনী (ইউএসএন)। বিদ্যমান ফোর্ড ও নিমিটজ-ক্লাস জাহাজে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনাও আছে ইউএসএনের। সরবরাহ-পরবর্তী আধুনিকায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত সময়ে ফোর্ড-ক্লাস সিভিএন৭৮ ও সিভিএন৭৯ এর পরিবর্তন আনা হবে। জাহাজ দুটির নির্মাণকাজ এখন পুরোদমে চলছে। এফ৩৫সি কার্যক্রমে আসার আগেই এই পরিবর্তন সম্পন্ন হবে। নির্মাণের উপযুক্ত পর্যায়ে পরবর্তী জাহাজগুলোতেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।

দেশীয়ভাবে ফ্রিগেট উৎপাদনে ত্বরস্ক

জাতীয় যুদ্ধজাহাজ কর্মসূচি মিলজেমের আওতায় দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করে প্রথম ফ্রিগেট তৈরি করতে যাচ্ছে তুরস্ক। ইস্তাম্বুল-ক্লাসের এই ফ্রিগেটের ৭৫ শতাংশ উপাদানই হবে দেশীয়, যেখানে আডা-ক্লাস কর্ভেটে দেশীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে ৭২ শতাংশ। ইস্তাম্বুল-ক্লাস ফ্রিগেটে যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী সাব কন্ট্রাক্টরদের ৮০ শতাংশই স্থানীয় কোম্পানি।

মিলজেম কর্মসূচির আওতায় ইস্তাম্বুল-ক্লাস ফ্রিগেট তুরস্কের পঞ্চম জাহাজ। এই কর্মসূচির অধীনে নির্মিত চতুর্থ জাহাজটি হচ্ছে টিসিজি কিনালিয়াডা নামে একটি কর্ভেট-ক্লাস যুদ্ধ জাহাজ, ২০১৯ সালে যেটি কার্যক্রমে আসে। আডা-ক্লাস কর্ভেট থেকে ইস্তাম্বুল-ক্লাস ফ্রিগেটকে আলাদা করার মতো যে বৈশিষ্ট্য তা হলো এর হার্ডওয়্যারে পরিবর্তন ও ওয়েপন সিস্টেমে বাড়তি কিছু সংযোজন। এ কারণে জাহাজটির দৈর্ঘ্য বেড়ে ১০ মিটার হতে পারে। সেই সাথে কাঠামোগত কিছু পরিবর্তনও আসতে পারে।

দুইটি কলান্সিয়া-ক্লাস সাবমেরিন কিনছে মার্কিন নৌবাহিনী

প্রথমবারের মতো দুইটি কলান্সিয়া-ক্লাস ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন ক্রয়ে জেনারেল ডাইনামিকস ইলেকট্রিক বোটের সাথে এক হাজার ৪০ কোটি ডলারের চুক্তি করতে যাচ্ছে মার্কিন নৌবাহিনী। সার্বক্ষণিক টহলের সময় সাবমেরিনগুলো এক ডজনের বেশি নিউক্লিয়ার মিসাইল বহন করতে পারবে।

সাবমেরিনগুলোর ডিজাইন বাবদ জেনারেল ডাইনামিকস ইলেকট্রিক বোট পাবে ৮৬ কোটি ৯০ লাখ ডলার। হাল তৈরি বাবদ দেওয়া হবে আরও ৯৫০ কোটি ডলার। কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে সাবমেরিন দুটি ক্রয় ও অর্থের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিলেই কাজটি এগিয়ে নেবে দেশটির নৌবাহিনী। প্রথম সাবমেরিনটি ২০২৮ সালের মধ্যে সরবরাহ হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই দুটিসহ মোট ১২টি সাবমেরিন ক্রয়ের কথা ভাবছে মার্কিন নৌবাহিনী।

সুপার ইন্টারসেপ্টর বানাচ্ছে মেটাল শার্ক



জাহাজনির্মাতা মেটাল শার্ক অতি উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক প্যাট্রল ভেসেল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ‘ফিফটি টু ফেয়ারলেস সুপার ইন্টারসেপ্টর’ নামের ওয়েল্ডেড-অ্যালুমিনিয়ামের এ ভেসেলটির সর্বোচ্চ গতি ৭০-নট। বিদেশি সামরিক বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য বর্তমানে ১৫টি ভেসেল নির্মাণ করছে তারা। যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অবস্থিতি ইয়ার্ডে এ নির্মাণকাজ চলছে।

মেটাল শার্কের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি আইরিজারি আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আন্তর্জাতিক গ্রাহকরা ৬০ নটের বেশি

গতিসম্পন্ন ব্লু ওয়াটার বা সমুদ্র উপযোগী ইন্টারডিকশন ভেসেলের দিকে ঝুঁকছেন। ‘ফিফটি টু ফেয়ারলেস সুপার ইন্টারসেপ্টর’ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের সে চাহিদাকেও ছাপিয়ে গেছি।’

নতুন ভেসেলটি মেটাল শার্কের ৫২ ফুট দৈর্ঘ্যের ফেয়ারলেস হাই-পারফরমেন্স সেন্টার কনসোল ভেসেলের আধুনিক সংস্করণ। প্রতিষ্ঠানটির ফেয়ারলেস-ক্লাসের ভেসেলগুলো বর্তমানে মার্কিন নৌবাহিনী, এনওএ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যবহার করছে।

মাদক চোরাচালান রোধ এবং এক্সকুসিভ ইকোনমিক জোনের সুরক্ষাসহ মেরিটাইমসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাথায় রেখেই নতুন এ ভেসেলগুলো ডিজাইন করেছে মেটাল শার্ক। বর্তমানে যে ১৫টি ‘সুপার ইন্টারসেপ্টর’ নির্মিত হচ্ছে সেগুলো সেন্টার কনসোল কনফিগারেশনে নির্মাণ করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৬ জন ক্রু এখানে বসতে পারবেন। আর আসনগুলোয় থাকছে শকওয়েভ শক-মিটিগেটিং ব্যবস্থা।

ভুলবশত ইরানের যুদ্ধজাহাজে আঘাত



ওমান উপসাগরে ইরান পরিচালিত এক নৌ মহড়ায় দেশটির একটি যুদ্ধজাহাজ ভুলবশত (ফ্রেন্ডলি ফায়ার) একটি মিসাইলের মাধ্যমে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় মারা গেছে ১৮ জন নাবিক, আহত হয়েছে আরো ১৫ জন। হরমুজ প্রণালীকে যুক্ত করা ওমান উপসাগর কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রণালী দিয়েই বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জালানি তেলবাহী জাহাজ চলাচল করে।

মহড়ায় দেশটির জামারান নামের একটি ফ্রিগেট থেকে ভাসিয়ে দেওয়া একটি লক্ষ্যবস্তুকে তাক করে কোনারাক নামের একটি যুদ্ধজাহাজ থেকে একটি মিসাইল ছোড়া হয়। তবে মিসাইলটি শেষমেষ কোনারাক যুদ্ধজাহাজকেই আঘাত করে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম

জানায়, লক্ষ্যবস্তু এবং কোনারাকের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব না থাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নেদারল্যান্ডে নির্মিত কোনারাক একটি লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট ভেসেল।

দুর্ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল যখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। ইরানের সঙ্গে সম্পাদিত হয় দেশের পারমাণবিক চুক্তি থেকে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর দেশটির ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে ট্রাম্প প্রশাসন। এ বছরের জানুয়ারিতে ইরানের সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডার কাসেম সুলেইমানি বাগদাদে মার্কিন ড্রোন হতে নিক্ষিপিত ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে নিহত হলে দুই দেশের সম্পর্ক চরম অবনতিতে পৌঁছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান। এর পরেই ইরানের সামরিক বাহিনী ইউক্রেনের একটি যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করলে ১৭৬ জন আরোহীর সবাই নিহত হয়। ভুল করে ওই বিমানে হামলা চালানো হয় বলে স্বীকার করে দেশটির সামরিক বাহিনী। বিমানে থাকা যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইরানের নাগরিক।

কে-স্লিম ফাস্ট ক্রাফট সিমুলেটর সরবরাহ কংসবার্গের



কংসবার্গ ডিজিটাল (কেডিআই) সিঙ্গাপুরের পুলিশ কোস্টগার্ড ট্রেনিং সেন্টারে চারটি কে-স্লিম ফাস্ট ক্রাফট সিমুলেটর সরবরাহ করেছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এক চুক্তির অধীনে সিমুলেটরগুলো সরবরাহ করা হয়েছে। সিমুলেটরগুলো উচ্চ গতিসম্পন্ন বিভিন্ন ধরনের ভেসেল রিপ্রিডিউজ করতে সক্ষম।

ওয়েপন সক্ষমতার পাশাপাশি সিমুলেটরগুলোয় যুক্ত রয়েছে উন্নত আই-ট্র্যাকিং সিস্টেম। উচ্চগতির ট্যাকটিক্যাল এবং ইন্টারসেপশন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে সিঙ্গাপুরের কোস্টগার্ডে নতুন নিযুক্ত অফিসারদের প্রশিক্ষণে এগুলো ব্যবহার করা হবে। মহড়া পরিচালনা এবং মূল্যায়নে এ

সিমুলেটর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণরত কর্মীদের কোনো ধরনের ঝুঁকি এবং সরঞ্জামাদি নষ্টের সম্ভাবনা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিরাপদ আবহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রয়োজনীয়তা যোগ্যতা অর্জনের জন্য যতবার প্রয়োজন মনে করবে ততবারই এ সিমুলেশন প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে।

কে-স্লিম ফাস্ট ক্রাফট সিমুলেটর একটি অত্যাধুনিক ফিজিক্স ইঞ্জিন এবং পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোডাইনামিক মডেলিং ব্যবহার করে, যেখানে রেকর্ডকৃত ভেসেল পারফরমেন্স ডেটার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বাস্তবে উচ্চগতির ভেসেলগুলো পানির ওপর যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যেমন ঢেউয়ের প্রবাহ, পানির ওপর ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলা অন্যান্য ভেসেল বা বস্তুর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি দৃশ্যের অবিকল প্রতিলিপি উপস্থাপনের জন্যই এখানে রেকর্ডকৃত ডেটা ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার পাশাপাশি এটা বোট হ্যান্ডলিং, নেভিগেশন অ্যান্ড ইন্টারসেপশন কৌশল, শক্তি ও অস্ত্র প্রয়োগসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণেও সহায়তা করে।

মার্কিন নৌবাহিনীর বহরে নতুন টাগ

মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য নতুন একটি জি-টেক ৪৫০০ টাগ মে মাসের শেষ দিকে সফলভাবে চালু করেছে ডাকোটা ক্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ অব আনাকোটস। মার্কিন নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হতে যাওয়া এই সিরিজের ছয়টি টাগের এটি প্রথমটি।

মার্কিন নৌবাহিনী ছয়টি ভ্যালিয়েন্ট-ক্লাস টাগ পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে প্রথমটি ২০১০ সালে সরবরাহ করা হয় এবং সবগুলোই এখন পর্যন্ত পুরোদমে কার্যক্রমে আছে। নৌবাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী নতুন ছয়টি টাগে কিছু পরিবর্তন আসছে। এর ইঞ্জিন হবে টিয়ার-৪ এমিশন সনদপ্রাপ্ত। টাগগুলোর দৈর্ঘ্য হবে ২৭ দশমিক ৪২ ও প্রস্থ ১১ দশমিক ৬৫ মিটার। এ ছাড়া হালের ড্রাফট হবে ৫ মিটার ও নেভিগেশনাল ড্রাফট ৪ দশমিক ৮ মিটার। প্রধান ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হবে ক্যাটারপিলার টুইন ৩৫২১ই ১৮১০ এইচপি।

► নাভসির প্রকল্পে যুক্ত হলো ফারসাউভার

জিম্যাটেক ইনকরপোরেশন নেতৃত্বাধীন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে সাবকন্ট্রোল নির্বাচিত হয়েছে ফারসাউভার। প্রকল্পটি সম্পাদন করেছে মার্কিন নৌবাহিনীর নেভাল সি সিস্টেমস কমান্ড (নাভসি), প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ অফিস-আনম্যানড অ্যান্ড স্মল কন্ট্রোল্যান্টস (পিইও-ইউএসসি)। আনম্যানড সারফেস অ্যান্ড আন্ডারসি ডেসেলের (ইউএসডি/ইউইউডি) সেন্সরের কার্যকারিতা হ্রাস পেলে তা চিহ্নিতকরণ ও কাটিয়ে উঠতে প্রকল্পটির আওতায় মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ করা হবে। এতে ব্যবহৃত সেন্সরগুলোর মধ্যে ফারসাউভারের নতুন পণ্য আরগস ৩৫০ অন্তর্ভুক্ত করবে জিম্যাটেক। পাশাপাশি ফারসাউভারের বিশেষজ্ঞরা তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে জিম্যাটেককে সহায়তা করবেন।

► মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া

আর্কটিক সার্কেলে দ্বিপাক্ষীয় অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধ মহড়া পরিচালনা করেছে মার্কিন নৌবাহিনী ও ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী। মহড়ায় মার্কিন নৌবাহিনীর আলরেই বার্ক-ক্লাসের এইজিস ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস ডোনাড কুক (ডিডিজি ৭৫), ইউএসএস পোর্টার (ডিডিজি ৭৮) ও সাহায্যকারী জাহাজ ইউএসএনএস সাপ্লাই (টি-এওই ৬) এর সাথে যোগ দেয় রয়্যাল নেভির এইচএমএস কেপ্ট (এফ ৭৮)। এ ছাড়া একটি মার্কিন সাবমেরিনের পাশাপাশি প্যাট্রল স্কোয়াড্রন (ডিপি) ৪ এর একটি পিচ-এ পোসেইডন এয়ারক্রাফট এই মহড়ায় সহায়তা দেয়। এতে অংশ নেন মার্কিন ও ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ১২০০ নাবিক।

► লেজার ওয়েপন সিস্টেম দিয়ে ড্রোন ভূপাতিত

মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস পোর্টল্যান্ড থোটোরাইপ লেজার ওয়েপন সিস্টেম ডেমনস্ট্রেটর (এলডব্লিউএসডি) এমকে টু এমওডি জিরো-এর সাহায্যে ১৬ মে একটি আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) নিক্ষেপ করে। এই উচ্চশক্তির সলিড স্টেট লেজার ওয়েপন সিস্টেম উন্নয়ন করেছে অফিস অব নেভাল রিসার্চ। নৌবাহিনীর ব্যবহৃত অন্যান্য লেজার ওয়েপনের চেয়ে এটি পাঁচ গুণ শক্তিশালী। সমুদ্রে এ ধরনের লেজার ওয়েপনের এটিই প্রথম সিস্টেম-লেভেল বাস্তবায়ন।

ভিন দেশে আটকেপড়াদের ফিরিয়ে আনল ভারতীয় নৌবাহিনী

লকডাউনের কারণে শ্রীলংকা ও ইরানে আটকেপড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে এনেছে দেশটির নৌবাহিনীর জাহাজ। এর মধ্যে আইএনএস জলাশয় জুনের শুরুর দিকে শ্রীলংকা থেকে ৬৮৫ জন ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে আনে। প্রায় একই সময়ে আইএনএস শারদুল ২৩৩ জনকে নিয়ে ইরানের বন্দর আকাস থেকে গুজরাটের পরবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা করে।

একইভাবে মালদ্বীপ থেকেও আটকেপড়া ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে এনেছে দেশটির নৌবাহিনী। শুধু শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ থেকেই তারা উদ্ধার করেছে ২,২০০ ভারতীয়কে। সব মিলিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ২,৯০০ জনকে। এ ছাড়া আঞ্চলিক অংশীদারদের অন্যান্য প্রয়োজনেও সহায়তা করছে ভারতীয় নৌবাহিনী। এর অংশ হিসেবে চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে সিশেইল'স ভিক্টোরিয়া বন্দরে যায় আইএনএস কেশরি।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বিত অভিযান

চলতি বছরের মে থেকে এশিয়া-প্যাসিফিকে মার্কিন নৌবাহিনী ও মেরিন কর্পস যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে আসছে। দেশটির সপ্তম বহরের অধিভুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূল জুড়ে চলছে এ অভিযান। চলমান এ অভিযানের বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এ দুই শাখার মধ্যে ক্রমে বেড়ে চলা সমন্বিত অভিযানসক্ষমতা পরীক্ষা করা।

অভিযানের উদ্দেশ্য হিসেবে মার্কিন সপ্তম বহরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ধারণার উন্নয়ন, মেরিটাইম অভিযানে বন্টিত দায়িত্ব আরও সুচারুভাবে সম্পাদন, বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং যেকোনো আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ আরও জোরদারের লক্ষ্যে সমন্বিত এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।'

যৌথ এ অভিযানে যুক্ত রয়েছে থার্ড মেরিন এক্সপেডিশনারি ফোর্স, অ্যাফ্রিকবিয়াস ট্রান্সপোর্ট ডক শিপ ইউএসএস নিউ অরলিন্স (এলপিডি ১৮);

গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস ব্যারি (ডিডিজি ৫২), ইউএসএস মাস্টিন (ডিডিজি ৮৯), ইউএসএস রাফায়েল প্যারাল্টা (ডিডিজি ১১৫), ইউএসএস রাসেল (ডিডিজি ৫৯); কমব্যাট লজিস্টিকস ফোর্স শিপ ইউএসএনএস অ্যালান শেফার্ড (টি-একেই ৩), ইউএসএনএস পেকস (টি-এও ১৯৭) এবং বেশ কয়েকটি মেরিটাইম প্যাট্রল ও রিকনসেন্স এয়ারক্রাফট।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনী ও মেরিন কর্পসের মধ্যে সমন্বিত অভিযান পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। আঞ্চলিক উপস্থিতি আরও জোরদার করা এবং এ অঞ্চলে মার্কিন মিত্র ও অংশীদারদের সমর্থনে একাধিক স্তরভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নই তাদের লক্ষ্য।

জাপানের ইয়োসুকায় মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর অবস্থিত। দেশটির ফরোয়ার্ড-ডেপ্লয়েড বহরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। এ বহরে যুক্ত আছে ৬০ থেকে ৭০টি সারফেস ও সাব-সারফেস ভেসেল।



বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ মালদ্বীপকে জরুরী চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করেন
অধিনায়ক বানৌজা সমুদ্র অভিযান

মালদ্বীপকে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা

বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অংশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশ মালদ্বীপের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধ, পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস, জীবাণুনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি চিকিৎসা ও

নিরাপত্তা সামগ্রী পৌঁছে দিতে ১৫ এপ্রিল দুপুরে নৌবাহিনী জাহাজ সমুদ্র অভিযান মালদ্বীপের রাজধানী মালের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগ করে। এ সময় কমান্ডার বিএন ফ্লিটসহ চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটিকে বিদায় জানান। বাংলাদেশ সরকার বরাবরই প্রতিবেশী দেশের যেকোনো প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে।

এই ধারাবাহিতায় বিশ্বব্যাপী সংক্রমিত করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বন্ধুপ্রতিম মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম মোহাম্মদ সলিহকে এসব জরুরি ওষুধ, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব সামগ্রী সংগ্রহ করে নৌবাহিনী

জাহাজের মাধ্যমে দেশটিতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসব সামগ্রীর মধ্যে ছিল ২০ হাজার পিপিই সেট, ৫ হাজার পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ৯৬০ পিস নিরাপত্তা চশমা ও ৪০ কার্টন জরুরি ওষুধ। পাশাপাশি প্রায় ৮৫ টন খাদ্য সামগ্রীও পাঠানো হয়েছে। জাহাজটি ২০ এপ্রিল মালদ্বীপে পৌঁছার পর দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান এর উপস্থিতিতে জাহাজের অধিনায়ক মালদ্বীপ সরকারের প্রতিনিধি দলের নিকট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করেন। জরুরি এ সহায়তা শেষে জাহাজটি ৩০ এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করে। উল্লেখ্য, বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ মালদ্বীপের জরুরি প্রয়োজনে এর আগেও বাংলাদেশ এগিয়ে এসেছিল। ২০০৪ সালে মালদ্বীপে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এবং ২০১৪ সালে দেশটির ডিস্যুলাইনেশন প্লান্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পানি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেসময় বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় নৌবাহিনী জাহাজের মাধ্যমে দেশটিতে জরুরি খাদ্য সহায়তা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানি পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতা দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ জরুরী চিকিৎসা ও নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়ে মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে বানৌজা সমুদ্র অভিযান



জাতিসংঘ মিশনে



বানৌজা বিজয়ের মেডেল প্যারেডে সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করছেন মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সার্জিও রেনাটো বার্গা স্যালজিওরিনহো

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মেডেল পেলেন নৌবাহিনীর ১১০ জন সদস্য

লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১১০ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মেডেলে ভূষিত হয়েছেন। ইউনাইটেড ন্যাশন ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল) এর মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স (এমটিএফ) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সার্জিও রেনাটো বার্গা স্যালজিওরিনহো বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয় এর কর্মকর্তা ও নাবিকদের শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মেডেল তুলে দেন। ৩ জুন লেবাননের বৈরুতে মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন লেবানীজ নৌবাহিনীর কমান্ডার, কমান্ডার-ইন-চীফ সিনিয়র ক্যাপ্টেন হাইসাম ড্যাননৌই। দেশের সমুদ্রসীমা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত বিশ্বের একমাত্র মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স (এমটিএফ) এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট, করভেট ও প্যাট্রোল ক্রাফটসমূহ এক

দশকের বেশি সময় ধরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। ব্রাজিল, জার্মানি, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কের যুদ্ধজাহাজের সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ও নৌসদস্যগণ ভূমধ্যসাগরের লেবানীজ জলসীমার নিরাপত্তা প্রদান ও অবৈধ সরঞ্জাম প্রবেশ রোধের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এতে নৌবাহিনীর সদস্যগণ পেশাগত দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দেশ ও জাতির সুনাম বৃদ্ধি করছে। মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানে এমটিএফ কমান্ডার শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত সকল নৌসদস্যকে সফলভাবে মিশন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়া, তিনি সকল নৌসদস্যদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি কার্যক্রমে স্বার্থক এবং নিবেদিতভাবে অবদান রাখার জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সকলকে বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিশেষ

করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয় এর সকল নৌসদস্যকে ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের ম্যানডেট

অনুযায়ী ইউনিফিল এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য তিনি নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদস্যদের শান্তিরক্ষা মেডেল পড়িয়ে দেন মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স কমান্ডার





ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিটের ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজের একাংশ

অপারেশন লাইফলাইন

১৬ এপ্রিল অপারেশন লাইফলাইন ৪০ (লেগ-১) এর কনভয় মাসালা পোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করে ২৬ এপ্রিল ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। উল্লেখ্য, অপারেশন লাইফ লাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউ ইউএন এর রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী (ইএসকেও অ্যান্ড টিআরআই স্টার) বার্জসমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ

নদী পথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে।

বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রোল

এপ্রিল মাসে ব্যানএফএমইউ মালাকাল কর্তৃক বিশেষ রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালনা করা হয়। এ প্যাট্রোলে সর্বমোট ১২৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। আনমিস সেক্টর নর্থের নবনিযুক্ত ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রজনীশ মোহন বিশেষ

রিভারাইন প্যাট্রোলের মাধ্যমে কোডক গমন করেন। প্যাট্রোলের মাধ্যমে আনমিস লজিস্টিক সরবরাহ করা হয়। প্যাট্রোল চলাকালীন সময়ে নদী পথে ব্যানএফএমইউ কর্তৃক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, মে মাসে মোট ৮টি রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালিত হয়। প্যাট্রোলসমূহ মোট ১০টি গন্তব্যে যাতায়াত করে। প্রতিটি প্যাট্রোলে ২ থেকে ৪টি এলপিসি অংশগ্রহণ করে এবং সর্বমোট ৯৪৯ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এসব প্যাট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে সীমিত লজিস্টিক সরবরাহ, ইউএনমিস এর উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কী লিডারশিপ অ্যাসেসজমেন্ট) এবং ইউএন পিলার সংস্থা সমূহের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতিটি রিভারাইন প্যাট্রোল চলাকালীন সময়ে নদীপথে ব্যানএফএমইউ কর্তৃক মেরিনফোর্স প্রটেকশন প্রদান করা হয়।

ব্যানএফএমইউ মালাকালে প্রশিক্ষণ

এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বিভিন্ন সময়ে মাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মোতাবেক ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিটে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বেস সিকিউরিটি,

ফায়ার ফাইটিং, ক্ষুদ্রাক্ষ খোলা-জোড়া ও রক্ষণাবেক্ষণসহ এর ব্যবহার, বোট চালনা এবং আরওই (রোল অব অ্যাসেসজমেন্ট) ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

ডেপুটি সেক্টর কমান্ডারের মালাকাল ইউনিট পরিদর্শন

১ এপ্রিল আনমিস সেক্টর নর্থের নবনিযুক্ত ডেপুটি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রজনীশ মোহন ব্যানএফএমইউ মালাকাল ইউনিট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ব্যানএফএমইউ মালাকালের অধিনায়ক সার্বিক কর্মকান্ড ও বিবিধ বিষয়ে ডেপুটি সেক্টর কমান্ডারকে অবহিত করেন।

ব্যানএফএমইউ জুবা ইউনিটে ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ

১২ জুন সেক্টর জুবা এর অধীনে টম্পিং জুবায় ক্যাসবেক এর উপর ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। এফটিএক্স এ ব্যানএফএমইউ (জুবা) অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া একই দিন সেক্টর নর্থ হেড কোয়ার্টার (এসএনএইচকিউ) এর তত্ত্বাবধানে ফিল্ড ট্রেনিং এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়।



রিভার প্যাট্রোলে টহলরত ব্যানএফএমইউ মালাকাল কন্টিনজেন্ট



বাংলাদেশ নৌবাহিনী একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেটদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স)

পেটি অফিসার ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

বানোজা ঈসা খানের জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পেটি অফিসার ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (পিওডি অ্যান্ড এল) 'কিউ' ২০২০/ব্রাভো কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ৭ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন এস এম সালাহুদ্দীন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১৫ মার্চ থেকে ৭ মে পর্যন্ত ৮ সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মোট ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কনফিডেন্স বিল্ডিং, হিস্টোরি অব বাংলাদেশ, সার্ভিস অ্যান্ড ডিভিশনাল ডিউটিজ (বেসিক), সার্ভিস নলেজ, লিডারশিপ-১, ইন্ট্রাকশনাল টেকনিক, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিসহ ১২টি বিষয়ের ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে সরকারি সংখ্যা ২০০৫০০৮৭ শেখ ফরিদ, আরইএ-৪, ৭৮ দশমিক ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা

কমান্ডার বিএন ফ্লিট জাহাজসমূহের নাবিকদের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২১, ২২ ও ২৩ জুন সিম্যানশিপ ও ক্ষুদ্রাঙ্গ খোলা-জোড়া প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় পাইপিং বিষয়ে ১ম স্থান অধিকার করে সরকারি সংখ্যা ২০১৫০১৯২ এম আরাফাত হোসেন, এবি, ফায়ার ফাইটিং অ্যান্ড ড্যামেজ কন্ট্রোল বিষয়ে ১ম স্থান অধিকার করে সরকারি সংখ্যা ২০১৬০৩৭৬ সাইদুল ইসলাম, এমই-১, ক্ষুদ্রাঙ্গ খোলা-জোড়ায় ১ম স্থান অধিকার করে সরকারি সংখ্যা ২০১৮০৫২২ এম তন্ময়, ওডি। এ ছাড়া এনবিসিডি কুইজে ১ম স্থান অধিকার করেন

ক্লোজ-কোয়ারটার্স ব্যাটল (সিকিউবি) এবং ক্লোজ কোয়ারটার্স কমব্যাট (সিকিউসি) এক্সারসাইজে অংশগ্রহণকারী নৌকমান্ডোগণ



সরকারি সংখ্যা ২০১৬১৪৮৮ এম এম রহমান, ইআরএ-৪ (এস)। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অফিসার ক্যাডেটদের পিএলএক্স

২০ ও ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০২০/এ ব্যাচের প্রথম সেমিস্টার অফিসার ক্যাডেট ও ডিইও ২০২০/এ ব্যাচের ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স) পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নানাবিধ অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করানো হয়। নেতৃত্বের বিকাশ এবং দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দলীয় নেতা নির্ধারণ করে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থায়ী বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির উন্মেষ ঘটানো হয়। তাছাড়া বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার নানা কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নৌকমান্ডোগণের সিকিউবি এবং সিকিউসি এক্সারসাইজ

জুন মাসে কমডোর সোয়াডস কমান্ডার অধীন কমান্ডো শাখার নাবিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির

লক্ষ্যে সিকিউবি (ক্লোজ-কোয়ারটার্স ব্যাটল) এবং সিকিউসি (ক্লোজ-কোয়ারটার্স কমব্যাট) এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। সিকিউবি এবং সিকিউসি এক্সারসাইজের মাধ্যমে জরুরি অবস্থায় ভিভিআইপি প্রটেকশন এবং অপহরণকারী কর্তৃক জিম্মিকৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের প্রক্রিয়া অনুশীলন করা হয়। সিকিউবি এক্সারসাইজ মূলত ভূমিতে এবং সিকিউসি এক্সারসাইজ জাহাজে অনুশীলন করা হয়।

স্কুবা ডাইভিং কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের নির্ভিক পরিদর্শন

কমডোর সোয়াডস কমান্ডার অধীন ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ স্কুলের তত্ত্বাবধানে বেসিক স্কুবা ডাইভিং কোর্স এর প্রশিক্ষণার্থীদের বানোজা নির্ভিক হলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এর বিভিন্ন ইউনিট হতে আগত ব্যক্তিবর্গ বানোজা নির্ভিকে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।



নবীন নাবিক এ/২০২০ ব্যাচের মহিলা নাবিকদের মধ্যে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য 'প্রীতিলতা ওয়াদ্দের' পদক প্রদান করছেন কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

৯ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ/২০২০ ব্যাচে ৫১ জন মহিলা নাবিকসহ ৭৮৯ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ খুলনার নৌখাঁটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া রিয়ার এডমিরাল

মোহাম্মদ মুসা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও আকর্ষণীয় মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। কোভিড-১৯ মহামারির এ অচলাবস্থার মধ্যেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে নবীন নাবিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধ মেনে এ/২০২০ ব্যাচের নবীন নাবিকদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিচালনা করা হয়। নৌবাহিনীর এ/২০২০ ব্যাচের নবীন নাবিকদের মধ্যে মো. রাইহাতুল তৌফিক সেজান, ডিই/ইউসি/ইউটি পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে 'নৌপ্রধান পদক' লাভ করে। এ ছাড়া সাইদুর রহমান সিদ্দিক, ডিই/ইউসি/ইউটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'কমখুল পদক', হাসিবুল ইসলাম হাসিব, ডিই/ইউসি/ইউটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে 'তিতুমীর পদক' এবং মীরা আক্তার, ডিই/এসএ-২/ইউটি মহিলা নাবিকদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে 'প্রীতিলতা ওয়াদ্দের পদক' লাভ করে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দের পদক এবারই প্রথম প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে নৌখাঁটি তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে

নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া, পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় তিনি সকল নবীন নাবিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সীমাহীন ত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং নবীন নাবিকদের সেই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ সেবার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং তাদের মহান ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি সকল নৌসদস্যকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। কোভিড-১৯ ভাইরাসের





জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবসে এক সেট স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করে জাতিসংঘ

প্রকোপের কারণে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলের সীমিত সংখ্যক নৌকর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স এবং লিডিং ও তদনিম্ন পদবীর নাবিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্তকরণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ একসেট স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের পোস্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের আন্তর্জাতিক দিবস-২০২০ (শান্তিরক্ষী দিবস) উপলক্ষে এ ডাকটিকেট অবমুক্ত করা হয়। স্মারক ডাকটিকেটের ফলিওতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মুজিববর্ষের লোগো এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ছবি। আরও রয়েছে জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিয়োজিত বাংলাদেশের দুইজন নারী হেলিকপ্টার পাইলটের আইকনিক প্রতিকৃতি। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবার ফাতিমা বলেন, এটি জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং শান্তির মতবাদের প্রতি আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের বিনম্র ও যথোপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী। যে শান্তির মতবাদের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি। এটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের বীর ও নিঃস্বার্থ শান্তিরক্ষীদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানেরও নিদর্শন। এ স্মারক ডাকটিকেট জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের বছরব্যাপী উদ্যোগেরই অংশবিশেষ। এটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় অংশগ্রহণেরও স্বীকৃতি যার শিকড় প্রাচীন রয়েছে ১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা প্রদত্ত ভাষণের কালজয়ী ঘোষণা-“মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার”, এর মধ্যে এবং “সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে বৈরিতা নয়”-এই নীতি আদর্শে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৮ সালে। শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশ বাংলাদেশের ১ লাখ ৭০ হাজার ২২১ জন শান্তিরক্ষী ৪২টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে নয়টি মিশনে ৬ হাজার ৫৪৩ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী কর্মরত রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২১ জুন বিভিন্ন

আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চিফ হাইড্রোগ্রাফার বিভিন্ন জাহাজ/ঘাঁটির সংস্থার মধ্যে একটি ভিডিও টেলিকনফারেন্সের আয়োজন করে। কনফারেন্সে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় ড্রোন এবং ডুবোয়ানসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘হাইড্রোগ্রাফি এনাবলিং অটনোমাস টেকনোলজি’। সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, ব্লু-ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সকলের নিকট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (আইএইচও) এর ৭০তম সদস্য এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নৌবাহিনীর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে সকল হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার মধ্যে সমুদ্র জরিপ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের বিষয়

সমন্বয় সাধন করে থাকে। এ কমিটি হাইড্রোগ্রাফির প্রচার-প্রসার, জাতীয় হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। নৌবাহিনীর তৈরিকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের ৯টি আন্তর্জাতিক সিরিজের চার্ট এবং ১১টি ইলেকট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট তৈরির সামর্থ্য অর্জন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী মেরিনারদের জন্য সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নেভিগেশনে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে বি/২০১৯ ব্যাচের বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী নাবিকদের সনদপত্র বিতরণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে প্যারেড গ্রাউন্ডে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ২৮ জুন সরকারের নির্দেশিত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ওডি/ইউটি এবং সমমান বি/২০১৯ ব্যাচের বেসিক কোর্স

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে প্যারেড গ্রাউন্ডে বি/২০১৯ ব্যাচের বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী নাবিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন ঘাঁটির অধিনায়ক





৫৯তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন কমান্ড্যান্ট বিএনএ

সম্পন্নকারী নাবিকদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক কর্তৃক চৌকস নাবিক ও শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া একই দিন ঘাঁটির ইউটি ডাইনিং হলে নবীন নাবিকদের বিদ্যায়ী প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রীতিভোজে ঘাঁটির স্ব স্ব ডাইনিং হলে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং শিপস কোম্পানি অংশগ্রহণ করেন।

জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অডিটোরিয়ামে ৯ এপ্রিল ৫৯তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার/লে. পদবীর ৩০ জন কর্মকর্তা সফলতার সাথে কোর্সটি সম্পন্ন করেন। বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অপারেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটজিক স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লিডারশিপ অ্যান্ড কমান্ড এবং মেরিটাইম জ্ঞানসহ স্টাফ ডিউটিজ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর মাসুদ ইকবাল, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

করেন। লে. হাসিনুর রহমান, (এক্স), বিএন সেরা প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা হিসেবে ‘নৌপ্রধান ট্রফি’ এবং লে. কমান্ডার আনিসুল ইসলাম খান রোহান, (এক্স), বিএন বেস্ট ইনডিভিজুয়াল রিসার্চ পেপারের জন্য ‘বেস্ট আইআরপি সার্টিফিকেট’ লাভ করেন। অনুষ্ঠানে জেএসটিআই ও ঘাঁটির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সনদ বিতরণ শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের সামনে কোর্স আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বানোজ শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন

১৩ এপ্রিল কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি বানোজ শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ঘাঁটির সিকবে পরিদর্শন করেন এবং করোনা মোকাবিলায় ঘাঁটির প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরে তিনি কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব রোধকল্পে ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, ডাইনিং হল, নাবিক নিবাস এবং ঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ এলাকার স্যানিটাইজেশন ও জীবাণুনাশক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পবিত্র শব-ই-বরাত ও শব-ই-ক্বদর উদ্‌যাপন

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সীমিত পরিসরে ৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র শব-ই-বরাত উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি এবং নাবিক কলোনির মসজিদসমূহে বাদ এশা সীমিত

পরিসরে করোনা প্রাদুর্ভাব হতে মুক্তি, দেশের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়ার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া ২০ মে দিবাগত রাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র শব-ই-ক্বদর উদ্‌যাপন হয়।

পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাত্তর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদ ও নাবিক কলোনি মসজিদে পর্যায়ক্রমে একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের নামাজ শেষে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে স্ব-স্ব জাহাজ/ঘাঁটির অধিনায়ক ও এরিয়া কমান্ডারগণ সকলের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ দিন দুপুরে ঘাঁটির ভিতরে বসবাসকারী নাবিকদের জন্য প্রীতিভোজ এবং হাসপাতালসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। ঈদের দিন সকল ঘাঁটি ও

করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নৌঅঞ্চলসমূহের সকল মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়





বাংলাদেশ নেভাল
একাডেমিতে অফিসার
ক্যাডেটদের সাংস্কৃতিক
পরিবেশনার অংশবিশেষ

জাহাজসমূহে কালার্স হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত হতে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়।

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

১০ মে বানৌজা মোংলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঘাঁটির ভিতরে বসবাসকারী সকল কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স এবং নাবিকবৃন্দ দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে ইফতার মাহফিলে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এমইএসসি ক্লাসের উদ্বোধন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম লেকচার হলে ২১ জুন ১৫তম মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্সের (এমইএসসি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের উদ্বোধন করেন। কোর্সে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ৯ জন লে. কমান্ডার পদবীর অফিসার অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল

কর্মকর্তাকে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলা করে সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

অফিসার ক্যাডেটদের গেস্ট নাইট

১০ জুন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির মিডশিপম্যান ২০১৭/বি ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২০/এ ব্যাচ এর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ উপলক্ষে ঘাঁটির অডিটোরিয়ামে গেস্ট নাইটের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএ এর কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। বিএনএ এর সকল কর্মকর্তা, শিক্ষা সমাপনী ব্যাচের ডিইও এবং মিডশিপম্যানসহ সকল প্রশিক্ষার্থী গেস্ট নাইটে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হন। এ সময় প্রধান অতিথি সামার টার্ম-২০২০ সেশনে বিভিন্ন ইভেন্টে বিশেষ সাফল্য অর্জনকারী প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানৌজা মোংলা ও সোলামের কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

১৯ মার্চ বানৌজা মোংলার ১৯তম এবং ১৭ এপ্রিল স্কুল অব লজিস্টিক্স অ্যান্ড

ম্যানিজমেন্ট (সোলাম) এর ৪র্থ কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কমিশনিং দিবসে সকলের উদ্দেশ্যে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়ার বাণী পাঠ করে শোনানো হয় এবং দুপুরে ঘাঁটির ভিতরে বসবাসকারী সকলের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল এর ভিডিও কনফারেন্স

২২ থেকে ২৫ ও ২৮ জুন নৌসদর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল কর্মকর্তা, নৌসদস্য এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনায় ভাষণ প্রদান করেন। আলোচনায় তদন্ত পর্যদ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, অপরাধ ও অভিযোগ, অপরাধের সূচনা, অপরাধ সংগঠিত হওয়ার কারণ, অধিনায়ক কর্তৃক সামারি ট্রায়াল নিষ্পত্তির কিছু দিকনির্দেশনা, সকল বিচারকার্য দ্রুত নিষ্পত্তি, অভিভাবকদের নিজ সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য, ফেসবুক, ইলেকট্রনিক গেজেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা, নৌসদস্যদের মধ্যে পেশাগত, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা ধরনের আইনগত এবং

শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সমস্যাসমূহ নিরসন-প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিতে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত কর্মকর্তা ও নৌসদস্য এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।



বানৌপক সংঘের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন

বানৌপক সংঘের নবাগত প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্বভার গ্রহণ

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ২৫ জুলাই অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব এর কাছ থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বভার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। বিএন সেন্ট্রাল ওয়ার্ডরুমের ব্যাংকুয়েট হলে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ উপলক্ষে দায়িত্বভার হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাবের আঞ্চলিক চেয়ারম্যানবৃন্দ, বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টাবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



নবনিযুক্ত বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন



দায়িত্ব গ্রহণের পর টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

জীবনী সংক্ষেপ



বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ১৯৬৮ সালের ৪ জুলাই এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম কাজী মেজবাহউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন ব্যাংকার এবং স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। শিক্ষাগত জীবনে বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি এবং পরবর্তীতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যাচেলর অব এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে আদর্শ হিসেবে তিনি শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসামান্য প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার সাথে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে বেগম মনিরা রওশন ইকবাল বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সহধর্মিণী। তিনি বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী।

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ (বানৌপক) সংঘের প্রেসিডেন্ট এবং বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে তিনি নৌ সদস্যদের পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন। তিন দশক ধরে নৌপরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি বানৌপক সংঘ এবং বিএন লেডিস ক্লাব এর সকল শাখার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইতিপূর্বে তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বানৌপক সংঘের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শাখার চেয়ারম্যান এবং বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন।

নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে তিনি অসামান্য প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে নৌবাহিনীর সদস্যদের পরিবারবর্গের সাহায্য ও সহযোগিতায় সর্বদা আন্তরিকতার সাথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এ ছাড়া, তিনি বানৌপক সংঘ এবং বিএন লেডিস ক্লাবের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে এবং নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য ‘আশার আলো’ স্কুল, বিএন স্কুলসমূহে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, নৌপরিবারের সদস্যদের জন্য কারিগরি, হস্তশিল্প এবং ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছেন।

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল একজন কর্মঠ ও সৃজনশীল ব্যক্তি। গৃহসজ্জা, বাগান করা এবং রান্না করা তাঁর অন্যতম পছন্দের কাজ। পাশাপাশি তিনি নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলন করেন। একজন ভ্রমণ পিপাসু ব্যক্তিত্ব হিসেবে এখন পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, তুরস্ক, ভারত, কাতার, সৌদি আরব, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমণ করেছেন।

চট্টগ্রামে বানৌপক সংঘের
প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ২৯ জুলাই সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবালকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল বানৌপক সংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন। বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংঘের চট্টগ্রাম শাখা চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক, বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী, বানৌপক সংঘ এবং বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, নির্ধারিত জেসিও এবং তদন্ত পদবীর নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল শাখার ভিজিটর বইয়ে পরিদর্শন সর্ম্পকে মন্তব্য লিখেন এবং বানৌপক সংঘ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে একটি ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন।

বানৌপক সংঘের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু স্মারক
বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০

১২ জুলাই বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ‘বঙ্গবন্ধু স্মারক বিশেষ

বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০’ নাবিক কলোনি-২ চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয়। সংঘের চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক নিজ হাতে একটি

‘ঐযদি’ বৃক্ষ রোপণ করে বৃক্ষরোপণ অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন। ওই অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার জেনারেল সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ এবং

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবালের সাথে আলোকচিত্রে অংশগ্রহণ করেন বানৌপক সংঘ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ





বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা কমপ্লেক্স
গ্রাঙ্গনে বৃক্ষ রোপণ করেন বানৌপক
সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা
রওশন ইকবাল

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া বানৌপক সংঘ ঢাকা, খুলনা ও কাপ্তাই উপ-শাখার উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ স্মারক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২০’ সম্পন্ন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বানৌপক সংঘ এর খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

২৭ জুলাই বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট

বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রথমবারের মতো খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ সময় নাবিক কলোনি বয়রায় অবস্থিত বানৌপক সংঘ খুলনা শাখা কর্তৃক প্রেসিডেন্টকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের পূর্বে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট সংঘের কার্যালয় গ্রাঙ্গনে একটি বৃক্ষরোপণ করেন। পরবর্তীতে

তিনি বানৌপক সংঘ খুলনা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বুটিকশপ নোঙর পরিদর্শন করেন।

আশার আলো খুলনার কার্যক্রম উদ্বোধন

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে ২৭ জুলাই আশার আলো স্কুল খুলনা এর একাডেমিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান। বাংলাদেশ নৌবাহিনী

পরিবার কল্যাণ সংঘের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আশার আলো স্কুলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য রয়েছে শ্রেণিকক্ষ, ফিজিওথেরাপি রুম, অকুপেশনাল থেরাপি রুম, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি রুম ও ডেইলি অ্যাকটিভিটিজ মডেল রুম। নৌসদস্যদের পাশাপাশি খুলনার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য শিশুদের সাথে সাধারণ স্কুলে প্রেরণ করাই আশার আলো খুলনা স্কুল এর লক্ষ্য। এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে খুলনা অঞ্চলের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য আশার আলো খুলনা বৃহৎ পরিসরে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। স্কুলটিতে অটিজম, সেরিব্রালপালসি, এডিএইচডি এবং ডাউনসিনড্রোম এই চারটি বিষয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা ও সেবা প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে ক্লাস ওয়ানে ফিজিক্যাল ডিজঅ্যাবিলিটি, ক্লাস টুতে অটিজম এবং ক্লাস থ্রিতে সেরিব্রাল পালসি সহায়ক কার্যক্রম শুরু হবে। এ স্কুলে বাচ্চাদের নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যদায়ী খেলাধুলার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে একটি শিশু পার্ক। এ ছাড়া শিশুদের মায়েদের জন্য রয়েছে মোটিভেশন ক্লাসের ব্যবস্থা, গার্ডিয়ান রুম ও ক্যান্টিন।

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবালকে উপহার প্রদান করেন বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার চেয়ারম্যান



বানৌপক সংঘের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর বিদায় সংবর্ধনা



বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা ও বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার যৌথ ব্যবস্থাপনায় ২৩ জুলাই নৌ সদরের সেন্ট্রাল ওয়ার্ডরুমে ভিডিও টেলিকনফারেন্স (ভিটিসি) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রাক্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ডা. আফরোজা আওরঙ্গজেব এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সিজিএফডব্লিউএ'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া ২২ জুলাই বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বানৌজা ঈসা খান হাঙ্গারে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ভিডিও টেলি কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক, বিএন

লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্ত্রী, বানৌপক সংঘ এবং বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী সদস্যগণ এবং নাবিকদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।





বাংলাদেশ নেভাল
একাডেমিতে রোয়িং
বোট পরিচালনায়
প্রশিক্ষণার্থীগণ

অফিসার ক্যাডেটদের ওয়াটার স্পোর্টস প্রশিক্ষণ

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ এপ্রিল বিএনএ বোটপুলে প্রশিক্ষণার্থীদের ওয়াটার স্পোর্টস কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিদ্যমান বিভিন্ন মডেলের বোটসমূহ পরিচালনায় প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি মৌলিক নেভিগেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় ক্যানুভোট, সেইলিং বোট, রোয়িং বোট ও কায়াক বোট পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও নেভি অ্যাংকরেজ এর কৃতিত্ব

২৬ ফেব্রুয়ারি পিএসসি বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার ৯ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৩ জন সাধারণ গ্রেডসহ মোট ১২ জন শিক্ষার্থী বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া ২৪ মার্চ প্রকাশিত জেএসসি পরীক্ষার ফলাফলে নেভি

অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার ২৫ জন শিক্ষার্থী (১২ জন ট্যালেন্টপুল ও ১৩ জন সাধারণ গ্রেড) বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। ফলাফলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী খুলনা শহরের খানজাহান আলী থানার আওতাধীন স্কুল এবং কলেজসমূহের মধ্যে নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা প্রথম স্থান অর্জন করে। এদিকে ৩১ মে প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফলে নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ জন পরীক্ষার্থী এ প্লাস এবং ১ জন এ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার শতভাগ। এ পরীক্ষায় খুলনা মহানগরীর সকল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার মোট ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১২০ জন পরীক্ষার্থী এ প্লাস এবং ১৬০ জন পরীক্ষার্থী এ গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার শতকরা ৯৮ দশমিক ৭ ভাগ। অপরদিকে এসএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাপ্তাই এর বিজ্ঞান শাখার ৫৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫, ব্যবসা শিক্ষা শাখায় ২২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৪ এবং ১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৩.৫ প্রাপ্ত হয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী

পাশ করার গৌরব অর্জন করে। সার্বিক ফলাফল বিবেচনায় বিএন স্কুল কাপ্তাই রাস্তামাটি পার্বত্য জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে নৌপ্রধানের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম নেভি অ্যাংকরেজ ও বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রকাশিত ফলাফলে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করে।

অফিসার ক্যাডেটদের দেয়াল পত্রিকা ও পেইন্টিং প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির লাইব্রেরিতে ৩ মে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ইন্টারটপ দেয়াল পত্রিকা ও

পেইন্টিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা ও নান্দনিক মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনে এ প্রতিযোগিতা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগীদের আঁকা সৃজনশীল পেইন্টিং আর লেখনীতে এ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে উঠে। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, কৌতুক, আর্ট-কাটুন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের সৃজনশীল উপস্থাপনা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

সৃজনশীল প্রতিভা ও নান্দনিক মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনে বিএনএ'র লাইব্রেরিতে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ইন্টারটপ দেয়াল পত্রিকা ও পেইন্টিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়





করোনেলের যুদ্ধ

মধ্য চিলির প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে রয়েছে করোনেল শহর। এর অদূরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক অসম শক্তি পরীক্ষায় ইম্পেরিয়েল জার্মান নেভি মিত্রশক্তির ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে পেয়েছিল একচ্ছত্র বিজয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে স্থান করে আছে করোনেলের যুদ্ধ নামে।

ইম্পেরিয়েল জার্মান নেভির পূর্ব এশীয় স্কোয়াড্রনের সর্বসর্বা ছিলেন দুঁদে জার্মান অফিসার ভাইস এডমিরাল গ্রাফ ম্যাক্সিমিলিয়ান ভন স্পি। করোনেলের উত্তরে, প্রশান্ত মহাসাগরে স্পি'র ছিল দুটি আর্মার্ড ক্রুজার-এসএমএস স্কানহর্স্ট এবং নেইসিনাউ, আর এর পাশাপাশি তিনটি লাইট ক্রুজার-এসএমএস ড্রেসডেন, লাইপজিগ, ন্যূরবার্গ।

করোনেল হারবারের পশ্চিমে, সান্টা মারিয়া দ্বীপের কাছাকাছি অবস্থান করছিল ব্রিটিশ রিয়ার এডমিরাল স্যার ক্রিস্টোফার ক্যাডকের নৌবহর। তাঁরও ছিল দুটি আর্মার্ড ক্রুজার-এইচএমএস গুড হোপ ও মনমাউথ, একটি মর্ডান লাইট ক্রুজার এইচএমএস গ্লাসগো এবং একটি আর্মড মার্চেন্টম্যান এইচএমএস অটরান্টো।

দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজের রুটে আক্রমণের পায়তারা করছিলেন স্পি, তাই এ অঞ্চলে টহল দিচ্ছিলেন ক্যাডক আর ব্রিটিশ এডমিরালটি থেকে এই বহরকে জোরদার করার জন্য পাঠানোর কথা ছিল আরও শক্তিশালী আর্মার্ড ক্রুজার-এইচএমএস ডিফেন্স। কিন্তু শেষতক একে পাঠানো হয় পশ্চিম আটলান্টিক টহলে। এর বদলে ক্যাডকের কাছে পাঠানো হলো পুরোনো আমলের যুদ্ধ জাহাজ এইচএমএস ক্যানোপাসকে।

জাহাজের সংখ্যায় আপাত সমতা থাকলেও, যুদ্ধের ফলাফল কিন্তু ছিল ব্যাপকভাবে অসম। ১৯১৪ সালের ১ নভেম্বর, করোনেলের যুদ্ধে মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে সলিল সমাধি ঘটে দুটি ব্রিটিশ আর্মার্ড ক্রুজারের এবং লাইট ক্রুজারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেইসাথে প্রাণহানি ঘটে ১৬৬০ জনের। অন্যদিকে জার্মান শিবিরে মাত্র তিনজন সৈনিক আহত হওয়া বাদে তেমন কিছুই ঘটেনি।

ব্রিটিশদের এই একপেশে পরাজয়ের বড় কারণ নিজেদের ভেতরের যোগাযোগ বিভ্রাট। ক্যাডক অপেক্ষায় ছিলেন এইচএমএস ডিফেন্সের জন্য। উনি জানিয়েছিলেন যে দুর্বল শক্তির এইচএমএস ক্যানোপাসকে তার সাথে যুক্ত না করে যেন অতিসত্বর ডিফেন্সকে পাঠানো হয়। আর এডমিরালটি থেকে তাকে জানানো হয়েছিল সেটা হবে না, এই নৌবহর নিয়েই কাজ চালাতে হবে। এডমিরালটি ভেবেছিল ক্যাডক কেবল নজরদারি করবেন এবং প্রয়োজনে খুবই সন্তর্পণে হামলার চিন্তা করবেন। আর অন্যদিকে ক্যাডক বুঝেছিলেন তাঁর যা আছে তাই নিয়ে হামলা করতে হবে।

৩১ অক্টোবর এইচএমএস গ্লাসগো করোনেল হারবারে আসে ব্রিটিশ কনসাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে।

তখন একই পোতাশ্রয়ে ছিল জার্মান সাপ্লাই জাহাজ গোটিনজেন। সেখান থেকে স্পিকে রেডিও বার্তা পাঠানো হয়, সেটি আবার শুনে ফেলে ব্রিটিশ জাহাজ গ্লাসগো। অন্যদিকে স্পি ঠিক করেন জাহাজ নিয়ে করোনেল হারবারে এসে ফাঁদে ফেলবেন গ্লাসগোকে। কিন্তু ১ নভেম্বর সকাল নয়টার দিকে করোনেলের ৪০ মাইল পশ্চিমে ফিরে আসে গ্লাসগো তবে সাগর অশান্ত থাকায় লিখিত বার্তা ক্যাডকের জাহাজে পাঠাতে অনেক বেগ পেতে হয়। দুপুর একটা নাগাদ ব্রিটিশ জাহাজগুলো ১৫ মাইল ব্যবধানে থেকে ফরমেশন বানিয়ে উত্তরে যাত্রা শুরু করে। উদ্দেশ্য স্পি'র লাইপজিগ আক্রমণ করবে।

বিকাল চারটার দিকে ব্রিটিশ জাহাজগুলো দেখলো উত্তর থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে একটি নয়, তিন তিনটি জার্মান জাহাজ। অবস্থা বেগতিক ভেবে জাহাজ ঘুরিয়ে দক্ষিণে সটকে যেতে চাইলো ব্রিটিশ জাহাজবহর আর অন্যদিকে তাদের দিকে ধেয়ে আসতে থাকলো স্কানহর্স্ট, নেইসিনাউ এবং লাইপজিগ। আসলে জার্মানদের স্পি নির্দেশ দিয়েছিলেন সব জাহাজের জন্যই কেবলমাত্র লাইপজিগের কল সাইন ব্যবহার করতে। এতে করেও ব্রিটিশরা বিভ্রান্ত সেদিন। ক্যাডকের হাতে উপায় ছিল দুটি। হয় দুর্বল গতির অটরান্টোকে পরিত্যাগ করে বাকি জাহাজ নিয়ে সটকে পড়া, অথবা জার্মানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তিনি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলেন এবং এতে তাকে চরম মূল্য দিতে হলো। সন্ধ্যা নাগাদ স্পি'র আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে ক্যাডকের বাহিনী। এবং এটাই হবার কথা, কারণ স্পি'র বহরে ছিল ১৬টি আর্ট ইঞ্চি গান, আর ক্যাডকের অস্ত্র বলতে ছিল দুইটি ৯.২ ইঞ্চি গান যার একটি যুদ্ধ শুরুর পাঁচ মিনিটের মাথায় ধ্বংস হয়ে যায়, আর বাকি যে কয়টি ছয় ইঞ্চি গান হাতে ছিল সেগুলোও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। অটরান্টোতে ছিল চার ইঞ্চি গান এবং এটি ছিল সহজতম নিশানা। তাই এই জাহাজ অব্যাহতি নেয় এবং প্রাণপণে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। ব্রিটিশদের গোলা জার্মান জাহাজে আঘাত করতে পারছিল না কিন্তু জার্মানদের গান বড় হওয়াতে উপযুক্ত হামলায় বেহাল দশা হয় ব্রিটিশ জাহাজগুলোর। শেষতক গুডহোপ আর মনমাউথে আগুন ধরে যায়, আঁধার সমুদ্রে এরা হয়ে যায় সহজতম নিশানা এবং অনুপস্থিত জার্মান গোলার আক্রমণে ডুবে যায় দুটি জাহাজই এবং একজনও প্রাণে রক্ষা পায়নি। অন্যদিকে তিনটি জার্মান জাহাজের আক্রমণের মুখে গোলাগুলি বন্ধ করে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গ্লাসগো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

এই অসহায় হারের প্রতিশোধ নিতেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী মরণ কামড় দিয়েছিল চৌকস জার্মান নৌসেনাপতি স্পিকে। সেটি ছিল ঐতিহাসিক ফকল্যান্ডের যুদ্ধ। করোনেলের যুদ্ধে এই একপেশে ফলাফলের জন্য ভুলবোঝাবুঝি যেমন একটি মূল বিষয় তেমনি ঠিক সেই সময়েই এডমিরালটির মুখ্য পদে রদবদলের কারণে সঠিক মনোনিবেশ করতে না পারায় ভুল নৌকৌশলকেও দায়ী করেন ইতিহাসবিদরা।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy

